

প্রসন্ন-প্রদীপকে জেলে গিয়ে জেরা করবে সিবিআই, অনুমতি পেল আদালতের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জানুয়ারিঃ নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগে ধৃত মিজলম্যান প্রসন্ন রায় ও প্রদীপ সিংকে জেরার অনুমতি পেল সিবিআই। জেলে গিয়ে প্রদীপ, প্রসন্নকে জেরা করতে পারবে সিবিআই। আলিপুর আদালত এমনই অনুমতি দিল। সুত্রের খবর, যে কোনওদিনই বেলা ৩টে থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত তাদের জেরা করতে পারবেন তদন্তকারীরা। গ্রুপ সি মামলায় এই দুই মিজলম্যানকে জেরা করার অনুমতি চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল সিবিআই। গত ১৯ জানুয়ারি আদালতে যায তারা। প্রসন্ন রায় ও প্রদীপ সিংকে নবম-দশম শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগে প্রেষতার করেছিল সিবিআই। কিন্তু কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি, গ্রুপ সি নিয়োগের সঙ্গেও যুক্ত তাঁরা। অভিযোগ, টাকা সংগ্রহ ও প্রার্থী জোগাড় করার কাজ করতেন তারা। এমনও সুত্রের খবর, জেরায় সন্তুষ্ট না হলে সিবিআই তাদের হেফাজতে নিতে পারে। নবম দশম নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় ইতিমধ্যেই সিবিআই চার্জশিট দাখিল করেছে। সেখানে ১২ জনের নাম ছিল। এসএসসি প্রাক্তন উপদেষ্টা শান্তিপ্রসাদ সিনহা, এসএসসি প্রাক্তন সোয়ারম্যান সুব্রোভা চট্টাচার্য, এসএসসি প্রাক্তন সহকারী সচিব অশোক সাহা, এসএসসি আডহক কমিটির প্রাক্তন সভাপতি কল্যাণময় পল্লোপাধ্যায়দের সঙ্গে নাম রয়েছে এই প্রসন্ন রায়, প্রদীপ সিংয়ের। এছাড়াও নাম ছিল এসএসসি প্রাক্তন প্রোগ্রাম অফিসার পর্ণা বসু, এসএসসি প্রোগ্রাম অফিসার সমরজিৎ আচার্য। এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত প্রসন্ন রায়ের সঙ্গে পার্শ্ব চট্টোপাধ্যায়ের সম্পর্ক রয়েছে বলে সিবিআই সুত্রে জানা গিয়েছে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সুত্রে খবর, তিনি পার্শ্ব চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ। পার্শ্ব ভাগ্নি-জমাই বলে সুত্রের দাবি। প্রসন্নের একটি গাড়ি ভাড়া দেওয়ার সংস্থা রয়েছে। সল্টলেকের জিডি ব্লকে রয়েছে অফিস। সেই অফিসের আড়ালে টাকা লেনদেন হতো বলেই তদন্তে উঠে এসেছে। সুত্রের খবর, গভীর রাতে টাকা ঢুকত ওই অফিসে। প্রসন্নের অফিসে একটি কালো রঙের বিলাসবহুল গাড়ি থাকত। ওই গাড়িটিকে ব্যবহার করেই টাকা আনা হত। প্রসন্ন রায়ের সঙ্গেই উঠে আসে প্রদীপ সিংয়ের নাম। সুত্রের খবর, উত্তর ২৪ পরগনা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার নিয়োগ সংক্রান্ত আর্থিক লেনদেনের ‘ডিল’ হত এই অফিস থেকে। প্রসন্ন ও প্রদীপের কাছে এমন চাকরিপ্রার্থীদের তালিকাও থাকত বলে সুত্রের খবর।

মোদির তথ্যচিত্র দেখানোর সময় অন্ধকার প্রেসিডেন্সিতেও, দেখানো হল যাদবপুরেও দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৪৪ ধারা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারিঃ জেএনইউ-এর পর প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়। নরেন্দ্র মোদি এবং গুজরাত হিংসার ঘটনাকে নিয়ে তৈরি বিবিসি-র তথ্যচিত্র দেখানোর সময় প্রেসিডেন্সিতেও বিদ্যুৎ বিস্ফোরণ ঘটনা ঘটল। অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের সর্বত্র বিদ্যুৎ সরবরাহ স্থানান্তরিত করে দেওয়া হয়।



ঘণ্টা পর বিদ্যুৎ সংযোগ ফেরে। ততক্ষণে অবস্থা নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ায় সাউন্ড বক্স খুলে নিয়ে যাওয়া হয়। সবমিলিয়ে নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ে বিতর্কিত তথ্যচিত্রের প্রদর্শনকে কেন্দ্র করে সরগরম হয়ে ওঠে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। মূলত এসএফআই-এর উদ্যোগেই এ দিন প্রেসিডেন্সিতে বিবিসি-র এই বিতর্কিত তথ্যচিত্র দেখানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। সবমিলিয়ে প্রায় ৫০ থেকে ৬০ জন পড়ুয়া তথ্যচিত্র দেখার জন্য জড়ো হন। বিদ্যুৎ বিস্ফোরণ ঘটনার প্রতিবাদে

বিক্ষোভও দেখান এসএফআই সমর্থকরা। শেষ পর্যন্ত বিদ্যুৎ সংযোগ ফিরলে ফের তথ্যচিত্রের প্রদর্শন শুরু হয়। এ দিন প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েও মোদিকে নিয়ে বিবিসি-র তথ্যচিত্র দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এসএফআই-এর পক্ষ থেকে অবস্থা জানানো হয়েছে, খুব শিগগিরই প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে আবারও বড় আকারে তথ্যচিত্রের দু’টি ভাগই দেখানোর

ক্যাম্পাসের বাইরে। আটক কমপক্ষে ২৪ জন ছাত্রছাত্রী। ক্যাম্পাসে ১৪৪ ধারা। কদিন আগেই এই বিতর্কিত তথ্যচিত্র প্রদর্শনী ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। সেই সময় অভিযোগ ওঠে, তথ্যচিত্র প্রদর্শনীর সময়ে ক্যাম্পাসের বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। বন্ধ করে দেওয়া হয় ইন্টারনেট পরিষেবা। এখানেই শেষ নয়, যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী এই তথ্যচিত্র প্রদর্শনের

অফিসার সাগর সিং কলসি জানান, “বিকেল ৪টে নাগাদ বিবিসি-র তথ্যচিত্র দেখার জন্য কলা বিভাগের সামনে ২০ জন মতো ছাত্র জড়ো হয়েছিল। বিষয়টি যেহেতু আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিঘ্ন ঘটতে পারে, তাই আমরা ওঁদের ওখান থেকে সরে যেতে বলেছিলাম। কিন্তু ওরা কথা শোনেনি। তাই শান্তিপূর্ণ ভাবে ওদের ওখান থেকে তুলে দেওয়া হয়।” ঘটনার জেরে বিশ্ববিদ্যালয়ে জারি করা হয়েছে



আয়োজন করেছিল, তাদের লক্ষ্য করে পুলিশ এবং গেরুয়া ছাত্র সংগঠন এবিডিপি-র সদস্যরা টিল ছোড়ে বলেও অভিযোগ ওঠে। যদিও সেই অভিযোগ অস্বীকার করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। এদিন খানিক সেই চণ্ডেই ঘটনাক্রম গড়ায় দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে। শুক্রবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের সামনে তথ্যচিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন কংগ্রেসপন্থী ছাত্র সংগঠন এনএসইউআই। যদিও ফ্রিনিং শুরু হওয়ার আগেই উদ্যোক্তা পড়ুয়াদের পাকড়াও করে পুলিশ। দিল্লি পুলিশের ডিসি পদমর্যাদার

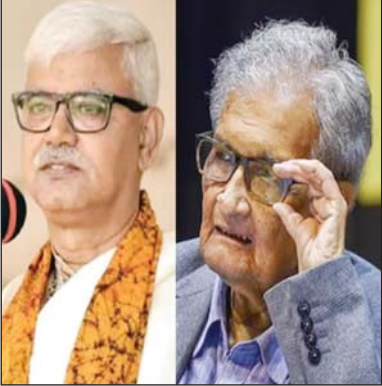
১৪৪ ধারা। স্থানীয় সুত্রের খবর, এদিন বিকেল ৪টে নাগাদই দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তর ক্যাম্পাসে ফোন-ল্যাপটপেই বিবিসি-র তথ্যচিত্রের ফ্রিনিংয়ের বন্দোবস্ত করেছিলেন এনএসইউআই ও ডিম আর্মি ফুন্ডেন্ট ফেডারেশনের সদস্যরা। অভিযোগ, সেই সময়ে ক্যাম্পাস জুড়ে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। এরপরেই ‘আজাদি’ স্লোগান তোলেন ছাত্রছাত্রীদের একাংশ। তবে পাক্কা ‘জয় শ্রী রাম স্লোগান’ও শোনা যায় ক্যাম্পাসে।

‘এঁরা ফিতে নিয়ে জমিতে ঘুরছেন, উপাচার্য পদ মানায় না’ নোবেল বিতর্কে বিশ্বভারতীর উপাচার্যকে তীব্র ভৎসনা তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জানুয়ারিঃ বিতর্ক এবং বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। সাম্প্রতিক অতীতে প্রায় সমার্থক হওয়ার দিকে এগোচ্ছে এই দুটি শব্দ। এবার বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বিরুদ্ধে সরাসরি ব্যক্তি আক্রমণের অভিযোগ। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের বিষয়ে বেনজির মন্তব্য করে রাজ্যজুড়ে রীতিমতো হলস্থূল ফেলে দিয়েছেন তিনি। এবার তার মন্তব্য নিয়ে সমালোচনায় সরব হল তৃণমূলও। এদিন বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সৌগত রায়। তিনি বলেন, বিদ্যুৎ চক্রবর্তী কেন্দ্রের ধামাধরা লোক। অমর্ত্য সেনকে অসম্মান করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছেন। এ ভাবা যায় না। প্রসঙ্গত, বিদ্যুৎ চক্রবর্তী দাবি করেছেন, “অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন নোবেল জয়ী নন।” এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে যুক্তি খাড়া করে বিদ্যুতের ব্যাখ্যা, “নোবেলের যে উইল তৈরি হয়েছিল সেই অনুযায়ী চিকিৎসা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, সাহিত্য ও বিশ্বশান্তি-এই পাঁচটি বিষয়ে নোবেল দেওয়া হয়ে থাকে। পরে সুইডেনের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অর্থ দিয়ে অর্থনীতিতে পুরস্কার চালু করে। এই

পুরস্কারের নাম ব্যাঙ্ক অব সুইডেন প্রাইজ ইন ইকোনমিক সায়েন্স ইন মোমোরি অব আলফ্রেড নোবেল।” তাই তাকে নোবেল পুরস্কার বলা যায় না বলেই দাবি করেছেন উপাচার্য। প্রসঙ্গত, কিছু

অমর্ত্য সেন জানিয়েছিলেন, এমন অভিযোগ অসত্য। প্রয়োজনে তিনি আইনের দ্বারস্থও হতে পারেন। যদিও এখনও পর্যন্ত কোনও আইনি পথে হটেনিইন অমর্ত্য। সেই প্রসঙ্গ টেনেই বিশ্বভারতীর উপাচার্যের মন্তব্য, ‘হেরে যাওয়ার ভয়ে উনি আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছেন না।’ বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর ‘অমর্ত্য সেন, ক্ষতিমোহন সেনের বংশধর। উনি ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন যে, মামলা করবেন না।’ নোবেল ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, সাহিত্যে দেওয়া হতো। পরে সুইডিশ ব্যাঙ্ক অর্থনীতিকে এর আওতায় আনে। অজিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ও, অমর্ত্য সেনের মতো এই পুরস্কার পেয়েছেন। অন্যদিকে, তৃণমূলের জাতীয় মুখপাত্র তথা সাংসদ সুখেন্দু শেখর রায় বলেন, “এমন মন্তব্য বিশ্ব সমাজের প্রবীণ নাগরিককে অপমান। এটা রবীন্দ্রনাথকেও অপমান। নোবেল ওয়েবসাইটে অমর্ত্য সেনের নাম আছে। আসলে বাংলায় নোবেল আসলে কারও কারও গাত্রদাহ হয়। আমাদের গর্ব বা শ্লাঘার বিষয় আমাদের রাজ্যের নোবেল। এরা ফিতে নিয়ে জমিতে ঘুরেন। উপাচার্য পদ মানায় না।”



সিন্ধু জল চুক্তি সংশোধনে পাকিস্তানের উপর চাপ বাড়ান মোদি সরকার

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারিঃ সিন্ধু জল চুক্তি নিয়ে পাকিস্তানকে নোটস পাঠান ভারত। সিন্ধু জল চুক্তির জট বিবাদমান দুই প্রতিবেশী দেশের দীর্ঘ দিনের সমস্যা। এর আগে পাকিস্তানের আপত্তিতে বেশ কিছু সংশোধন আটকে রয়েছে। দীর্ঘ ৬২ বছর ধরেই এই চুক্তি নিয়ে জটিলতা অব্যাহত। অন্য দিকে খশের ভারে, অর্থাভাবে জর্জরিত পাকিস্তান। সেখানকার জনজীবন বিপণ্ডিত হচ্ছে রোজদিন। এই পরিস্থিতিতেই ইসলামাবাদের উপর চাপ বাড়িয়ে দিল নয়াদিল্লি। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, ২৫ জানুয়ারি সিন্ধু জল চুক্তির পরিবর্তন করতে পাকিস্তানকে নোটস পাঠিয়েছে ভারত। সংশ্লিষ্ট কমিশনারের মাধ্যমে সেই নোটস পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কিসেনগঙ্গা এবং রাতলে হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রকল্পের সমস্যা সমাধানের জন্য পাকিস্তানকে পদক্ষেপ করার বিষয়টিও উল্লেখিত হয়েছে নোটসে। গত পাঁচ বছর ধরেই ভারতের দুই চুক্তি হাইড্রো প্রজেক্ট নিয়ে বিদেশী সম্পর্কিত প্রক্রিয়া আটকে রয়েছে। এই বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য ইসলামাবাদকে ৯০ দিন সময় দিয়েছে ভারত। আগামী ৯০ দিনের মধ্যে এ নিয়ে আন্তঃসরকারি

আলোচনায় বসতে পাকিস্তানকে আহ্বান জানিয়েছে ভারত। সিন্ধু নদী হিমালয়ে উৎপন্ন হয়ে ভারতের মধ্য দিয়ে বয়ে গিয়েছে পাকিস্তানে। সে দেশের বিস্তীর্ণ সমভূমি পেরিয়ে

কান্দীর ও লাদাখ এলাকায় বহু নদী হিমালয় পর্বতের বিভিন্ন অংশ থেকে উৎপন্ন হয়ে ওই এলাকার মধ্যে দিয়ে বয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে কিছু নদী পশ্চিমে বয়ে গিয়ে পাকিস্তানে পড়েছে। কিছু নদী বয়ে এসেছে পূর্ব দিকে। এই সব নদীর জলবন্টন ও নদীর উপর বিভিন্ন প্রকল্প সংক্রান্ত বিষয়েই চুক্তি হয় দুই দেশের মধ্যে। দুই দেশের জলবন্টনের ব্যাপারে এই চুক্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই চুক্তি অনুসারে সুজলেট, বিয়াস, রবির মতো পূর্ব দিকে বয়ে

আসা নদীর জলে বাধাহীন ভাবে ব্যবহার করতে পারবে ভারত। কিন্তু পশ্চিমে বয়ে যাওয়া সিন্ধু, চেনাব, বিলামের মতো নদীর জলের অধিকাংশ পাবে পাকিস্তান। চুক্তিতে রয়েছে এই সব নদীর উপর জলবিদ্যুৎ বা বিভিন্ন প্রকল্প বানানোর অধিকার ভারতের রয়েছে। সেই প্রকল্প নিয়ে আপত্তি জানানোর অধিকারও চুক্তি দিয়েছে পাকিস্তানকে। কিসেনগঙ্গা এবং রাতলে জলবিদ্যুৎ নিয়ে পাকিস্তান আপত্তি জানিয়েছিল। ২০১৫ সাল থেকেই বিষয়টি বুলে রয়েছে। বিষয়ের সমাধানে পাকিস্তান নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞের প্রস্তাব দিয়েছিল। টেকনিক্যাল বিষয়গুলি আলোচনা চেয়েছিল। কিন্তু ভারতের বিভিন্ন কাজে বাধা দেওয়া পাকিস্তান এই চুক্তি সংক্রান্ত জটিলতার সমাধানে তেমন আগ্রহ দেখায়নি। ইতিমধ্যে দুদদেশের সম্পর্কও তলানিতে ঠেকে। কিন্তু ঋণ জর্জরিত পাকিস্তানের সাহায্যের আশায় গোটা বিশ্বের পায়ে পড়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি ভারতের ব্যাপারেও নরম সুব শোনা গিয়েছিল পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের গলায়। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েই পাকিস্তানের উপর চাপ বাড়ানো ভারত।

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জানুয়ারিঃ কলকাতা শহরে পার্কিং সমস্যা একটি বড় ইস্যু। রাস্তার ধারে যেখানে সেখানে বেআইনিভাবে পার্কিং করার দৃশ্য মনে মনেই দেখা যায়। কোথাও কোথাও ডবল লাইন করেও পার্কিং করা হচ্ছে। এমন অবস্থার সমস্যা পড়তে হচ্ছে অন্যান্য মানুষজনকে। এমনকী অনেকক্ষেত্রে অ্যাম্বুলেন্সও বেরোতে পারছে না রাস্তা দিয়ে। এমন অভিযোগের কথা পৌঁছেছে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের কানেও। আর অভিযোগে পাওয়া মাত্রই কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতার মহানগরিক। ফিরহাদ বলেন, “পুরানিগমকে বলেছি গাড়ি তুলে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে। অনেকদিন গাড়ি পড়ে থাকে। তলায় থানরা জমে। আগে শুধু থানার সামনে এমন পড়ে থাকত। এখন অনেক রাস্তাতেই এভাবে পড়ে থাকে। কখনও চার-পাঁচ দিন, কোথাও আবার আরও বেশি দিন।” এদিন সাংবাদিক বৈঠকে ফিরহাদ হাকিম এলাকা ধরে ধরে জানিয়ে দেন, কলকাতা শহরের কোন কোন জায়গায় এই সমস্যা সংঘেঠকে বেশি। ভবানীপুর, আলিপুর ও খিদিরপুর এলাকার কথা

বিশেষভাবে উল্লেখ করেন তিনি। এই সমস্যা দূর করতে এবার কোথাও এভাবে গাড়ি বেআইনিভাবে পার্কিং করে রাখতে দেখলে ‘কার টোয়িং’ (গাড়ি তুলে নিয়ে যাওয়া) শুরু করা হবে বলেও জানান তিনি। এর পাশাপাশি শহুরে কলকাতায় বায়ুদূষণের মাত্রা নিয়েও এদিন উদ্বেগ প্রকাশ করেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। নিজেই জানানেন, কলকাতায় বায়ু দূষণ বিপজ্জনক অবস্থায় থাকছে। তবে যেহেতু বৃষ্টি হয়, তাই কলকাতা শহর অনেকটা সুবিশুদ্ধক অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু বাতাসের গুণগত মান খারাপ হলে গরমে না, সেই বিষয়েও সতর্ক করে দেন তিনি। সেই কারণে আগামী দিনে কলকাতা শহরকে আরও বেশি স্বচ্ছ ঘিরে ফেলার



কথাও বলেন তিনি। আগামী দিনে শহরের ফুটপাথে কিছু দেবদারু গাছ লাগানোর পরিকল্পনাও রয়েছে। কলকাতায় নতুন করে ২৫ লাখ গাছ লাগানোর প্রক্রিয়া শুরু হবে বলেও জানান তিনি। এর পাশাপাশি মেট্রোর পিলাবগুলিতে ডার্টওয়াল গার্ডেনিং করার জন্য মেট্রোকে একটি চিঠিও দিয়েছেন মেয়র।

দুরন্ত বার্তা’র উদ্যোগে ‘রাঢ়বঙ্গ বর্ষসেরা ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা সন্মান’ প্রদান

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৭ জানুয়ারিঃ দুরন্ত বার্তা দৈনিক বাংলা সংবাদপত্রের উদ্যোগে আজ সৃজনী সাংস্কৃতিক মঞ্চ-এ রাঢ়বঙ্গ বর্ষসেরা ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা সন্মান ২০২২ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানের লক্ষ্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তাদের প্রয়াসকে সর্ব সমক্ষে উপস্থাপন ও স্বীকৃতি প্রদান করা। বাংলার অর্থনীতিকে বরাবরই সমৃদ্ধ করে এসেছে বাংলার এই সকল ছোট ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ। বর্তমানে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীগুলি নিজেদের কাজের মাধ্যমে বাংলার অর্থনীতিকে বলিষ্ঠ করার পাশাপাশি নতুন প্রজন্মকে কর্মমুখী ও স্বনির্ভর হতে সাহায্য করছে। এই শুভ উদ্যোগ ও ব্যাপক কর্মকাণ্ডকে জনসমক্ষে তুলে ধরার একমাত্র মাধ্যম সংবাদ পত্র। এই সকল উদ্যোক্তাদের কর্মকাণ্ডকে তুলে ধরার এই প্রয়াস মূলত দুটি

বিষয়ের জন্য, প্রথমত, আগামী প্রজন্মকে আরো অনেক বেশী সাক্ষর করে তুলতে অনুপ্রাণিত

উপস্থিত ছিলেন অনিদিষ্টা মুখোপাধ্যায় (মাননীয়া মেয়র দুর্গাপুর পৌর নিগম), হরিহর



করা এবং এই স্বনির্ভর গোষ্ঠী গুলির এই যে প্রয়াস তাতে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, যাতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় আরো বেশী সংখ্যক যুবক যুবতী নিজেদের সুন্দর ভবিষ্যত গঠন করতে পারে। ক্ষুদ্র উদ্যোগপতিদের এই প্রয়াসকে আরো উৎসাহিত করার জন্য এদিন অতিথি হিসাবে

প্রসাদ মন্ডল (মাননীয় সচিব কলকাতা পৌর সংস্থা), তাপস চৌধুরী (অবসর প্রাপ্ত আই এ এস স্টাফ সিলেকশন সদস্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার) ড. সুবীর মুখার্জী (কর্মধাঞ্চ পূর্ত ও পরিবহন স্থায়ী সমিতি হুগলি জেলা পরিষদ) এবং দুরন্ত বার্তা পত্রিকার সম্পাদক অলোক কুমার নন্দর।

গ্রাহকদের স্বস্তি, ৩০-৩১ জানুয়ারি ব্যাঙ্ক ধর্মঘট প্রত্যাহার সংগঠনের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জানুয়ারিঃ শেষ পর্যন্ত দুদিনের ব্যাঙ্ক ধর্মঘট থেকে সরে এল ব্যাঙ্কের কর্মচারী সংগঠন। দেশব্যাপী ধর্মঘট থেকে সরে আসার সিদ্ধান্তে বড় স্বস্তি গ্রাহকদের। মাস ঘুরলেই বাজটে অধিবেশন। তার আগে চলতি মাসের শেষে ধর্মঘট হলে ব্যাঙ্ক পরিষেবা স্তব্ধ হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছিল। ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়নসের তরফে চলতি মাসের ৩০ ও ৩১ তারিখ সারা ভারত ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। তার জেরে একটানা ৪ দিন বন্ধ থাকত ব্যাঙ্ক পরিষেবা। ২৮ জানুয়ারি চতুর্থ শনিবার হিসাবে ছুটি থাকবে ব্যাঙ্ক। পরদিন রবিবার। সাপ্তাহিক ছুটি। আর ঠিক তারপরই সোমবার ও মঙ্গল। সপ্তাহ শুক্রের এই দু’দিনেই ডাক দেওয়া হয়েছিল ধর্মঘটের। ধর্মঘটের যোগা হতেই উদ্বেগ বাড়ছিল আম-আদমিরা। সপ্তাহে ৫ দিনের ব্যাঙ্ক, বেতন বাড়ানো, সব ক্যাডরে দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু রাখার দীর্ঘদিন থেকেই আওয়াজ উঠেছিল ব্যাঙ্ক ইউনিয়নগুলির তরফে। সম্প্রতি মুম্বইয়ে ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়নসের একটি সভাও হয়। সেখানে এই সমস্ত দাবিগুলি কার্যকরী করার বিষয়ে ফের একবার জোরালো দাবি ওঠে। চাপ বাড়তে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর। এমতাবস্থায় একেবারে ধর্মঘটের ডাক উঠে যাওয়ায় আরও অস্থিতি বেড়েছিল দিল্লির, এমনই মত ওয়াশিংটন মহলের। এরই মধ্যে শুক্রবার সেন্ট্রাল লেবার কমিশনের মিটিং ছিল। সেখানে এ বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনার কথা ছিল বলেও খবর। সুত্রের খবর, কেন্দ্রের তরফে ব্যাঙ্ক ইউনিয়নগুলির দাবি শ্রিত্তিরে দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। তারপরই ব্যাঙ্ক ধর্মঘট থেকে সরে আসার সিদ্ধান্তের কথা জানানো হল। এদিকে এর আগে ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের কথা আলাদা করে জানিয়ে দিয়েছিল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কস অ্যাসোসিয়েশন (আইবিএ)। জানানো হয়েছিল ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়নসের ধর্মঘটের বিষয়ে জারি করা নোটসের ব্যাপারেও। ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়নসে ডাকা ব্যাঙ্ক ধর্মঘট সামিল হওয়ার কথা জানিয়েছিল AIBA, AIBOC, NCBCE, AIBOA, BEFI, INBEF এবং INBOC-এর মতো সংযুক্ত ইউনিয়নগুলিও। প্রসঙ্গত, দেশের সবথেকে বড় রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্ক স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া বা এসবিআই। তারের ৪২ কোটিরও বেশি গ্রাহক রয়েছে গোটা দেশে। একদিন স্টেট ব্যাঙ্কের পরিষেবা বন্ধ থাকলেই নাভিশ্বাস ওঠে। একটা বড় অংশের গ্রাহকের। সেখানে একটানা চারদিন ব্যাঙ্ক পরিষেবা স্তব্ধ হলে অসুবিধায় পড়তে হত গ্রাহকদের। এটিএম পরিষেবাও স্তব্ধ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। তবে এরমধ্যে ধর্মঘট প্রত্যাহারে ফিরেছে স্বস্তির হাওয়া। তবে কেন্দ্রের তরফে আশ্বাস মিললেও যদি তাদের দাবিদাওয়া মানা না হয়, তাহলে ফের ধর্মঘটের রাষ্ট্রায় হাটবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছে ব্যাঙ্ক ইউনিয়নগুলি।

কলকাতায় যত্রতত্র গাড়ি পার্ক করলেই পড়তে হবে বিপদে, কড়া ব্যবস্থা নেবে পুরনিগম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জানুয়ারিঃ কলকাতা শহরে পার্কিং সমস্যা একটি বড় ইস্যু। রাস্তার ধারে যেখানে সেখানে বেআইনিভাবে পার্কিং করার দৃশ্য মনে মনেই দেখা যায়। কোথাও কোথাও ডবল লাইন করেও পার্কিং করা হচ্ছে। এমন অবস্থার সমস্যা পড়তে হচ্ছে অন্যান্য মানুষজনকে। এমনকী অনেকক্ষেত্রে অ্যাম্বুলেন্সও বেরোতে পারছে না রাস্তা দিয়ে। এমন অভিযোগের কথা পৌঁছেছে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের কানেও। আর অভিযোগে পাওয়া মাত্রই কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতার মহানগরিক। ফিরহাদ বলেন, “পুরনিগমকে বলেছি গাড়ি তুলে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে। অনেকদিন গাড়ি পড়ে থাকে। তলায় থানরা জমে। আগে শুধু থানার সামনে এমন পড়ে থাকত। এখন অনেক রাস্তাতেই এভাবে পড়ে থাকে। কখনও চার-পাঁচ দিন, কোথাও আবার আরও বেশি দিন।” এদিন সাংবাদিক বৈঠকে ফিরহাদ হাকিম এলাকা ধরে ধরে জানিয়ে দেন, কলকাতা শহরের কোন কোন জায়গায় এই সমস্যা সংঘেঠকে বেশি। ভবানীপুর, আলিপুর ও খিদিরপুর এলাকার কথা



বিশেষভাবে উল্লেখ করেন তিনি। এই সমস্যা দূর করতে এবার কোথাও এভাবে গাড়ি বেআইনিভাবে পার্কিং করে রাখতে দেখলে ‘কার টোয়িং’ (গাড়ি তুলে নিয়ে যাওয়া) শুরু করা হবে বলেও জানান তিনি। এর পাশাপাশি শহুরে কলকাতায় বায়ুদূষণের মাত্রা নিয়েও এদিন উদ্বেগ প্রকাশ করেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। নিজেই জানানেন, কলকাতায় বায়ু দূষণ বিপজ্জনক অবস্থায় থাকছে। তবে যেহেতু বৃষ্টি হয়, তাই কলকাতা শহর অনেকটা সুবিশুদ্ধক অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু বাতাসের গুণগত মান খারাপ হলে গরমে না, সেই বিষয়েও সতর্ক করে দেন তিনি। সেই কারণে আগামী দিনে কলকাতা শহরকে আরও বেশি স্বচ্ছ ঘিরে ফেলার

প্রধানমন্ত্রী ২০২৩-এর পরীক্ষা পে চর্চা অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রী

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি, (পিআইবি)ঃ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী পরীক্ষা পে চর্চার



যষ্ঠ সংস্করণে আজ দিল্লির তালকাটোরা স্টেডিয়ামে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষকশিক্ষিকা এবং অভিভাবক অভিভাবিকাদের সঙ্গে মতবিনিময় করছেন। অনুষ্ঠানে তিনি মতবিনিময়ের আগে ছাত্রছাত্রীদের উদ্ভাবিত বিভিন্ন সামগ্রীর প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন। পরীক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক অভিভাবিকা ও শিক্ষকশিক্ষিকাদের সঙ্গে মতবিনিময়ের জন্য প্রধানমন্ত্রী পরীক্ষা পে চর্চার আয়োজন করে থাকেন। এ বছর ১৫৫টি দেশ থেকে প্রায় ৬৮ লক্ষ ৮০ হাজারটি নাম নিবন্ধিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত সকলের উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার সময় বলেন, এবারের পরীক্ষা পে চর্চা সাধারণতন্ত্র দিবসের উদযাপনকালে আয়োজিত হচ্ছে। বিভিন্ন রাজ্য থেকে যারা এই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে এসেছেন, তারাও সাধারণতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানটি প্রত্যক্ষ করেছেন। পরীক্ষা পে চর্চার উপযোগিতার প্রসঙ্গটি উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, এই অনুষ্ঠানের জন্য লক্ষ লক্ষ প্রশ্ন তাঁর কাছে জমা পড়ে। এর মধ্য দিয়ে তিনি ভারতের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কি ভাবনাচিন্তা করছে, সে বিষয়ে একটি ধারণা পান। এই প্রশ্নগুলি আমার কাছে সম্পদের সমান। এই প্রশ্নগুলি যদি সমাজ বিজ্ঞানীরা আগামী দিনে মূল্যায়ন করেন, তা হলে তাঁরা কিশোরামতি ছাত্রছাত্রীরা কি ভাবছে, সে বিষয়ে সম্যক ধারণা পাবেন। হতাশাজনক পরিস্থিতির মোকাবিলায়-তামিলনাড়ুর মাদুরাইয়ের কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রী শ্রীমতী অশ্বিনী, দিল্লির পিত্তমপুর কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের নভোতেজ, পাটনার নবীন বালিকা বিদ্যালয়ের প্রিয়াঙ্কা কুমারী জানতে চায় যে, পরীক্ষার ফল খারাপ হলে পরিবারের সদস্যরা যখন হতাশ হয়, তখন কি করণীয়। এর জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পরিবারের প্রত্যাশা থাকটা স্বাভাবিক। কিন্তু, সেই প্রত্যাশার মধ্যে যদি সামাজিক অবস্থানের বিষয়টি জড়িয়ে থাকে, তা হলে তা অত্যন্ত উদ্বেগের। প্রত্যেক সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাশা বাড়তে থাকে। এই প্রত্যাশার মধ্যে পিছিয়ে আসা ছাত্রছাত্রীদের জন্য যথাযথ নয়া। তাদের ভাবতে হবে, নিজের ক্ষমতা, প্রয়োজন ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিজের জীবনের প্রত্যাশা কি হওয়া উচিত। এ বিষয়ে

তিনি ক্রিকেট খেলার প্রসঙ্গটি উত্থাপিত করেন। দর্শকরা যখন একজন ব্যাটস ম্যানকে ছয় বা চার মারার জন্য বলতে থাকেন, তখন মাথা ঠান্ডা রেখে ব্যাটস ম্যান কিন্তু তাঁর খেলা চালিয়ে যান। ক্রিকেটের মাঠে ব্যাটস ম্যানের লক্ষ্যের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদেরও লক্ষ্য পূরণে স্থিরভাবে এগিয়ে চলা উচিত। যদি তোমার লক্ষ্য স্থির থাকে, তা হলে প্রত্যাশার চাপকেও নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তবে তিনি ছাত্রছাত্রীদের বলেন, যে চাপগুলির সম্মুখীন তারা হয়, সেগুলির মূল্যায়ন করা উচিত, যাতে তারা নিজেদের সম্ভাবনাকে বিচার করতে পারে। এক্ষেত্রে প্রত্যাশা তাঁদের ফলাফলের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না। পরীক্ষার প্রস্তুতি এবং সময়ের ব্যবস্থাপনা-ডালহৌসির কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী জানতে চান যে, পরীক্ষার প্রস্তুতি কিভাবে শুরু করা উচিত এবং চাপের মধ্যে যখন কোনও কিছু ভুলে যায়, তখন সেই পরিস্থিতি কিভাবে মোকাবিলা করতে হবে। রাইপুরের কৃষ্ণ পাবলিক স্কুলের অদिति দেওয়ান সময়ের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত একটি প্রশ্ন করে। প্রধানমন্ত্রী জানান, পরীক্ষার সময় বা পরীক্ষা যখন থাকবে না, সেই সময়েও সময় সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কাজ করতে গিয়ে কেউ ক্লান্ত হন না। তিনি ছাত্রছাত্রীদের পরামর্শ দেন, বিভিন্ন কাজ করার জন্য তারা নিজেদের মতো করে সময় নির্ধারণ করুক। স্বাভাবিক প্রবণতায় দেখা যায়, যে বিষয়ে পড়াশুনা করতে ভালো লাগে, ছাত্রছাত্রীরা সেই বিষয়ে বেশি সময় ব্যয় করে। দিনের শুরুতেই কন্া ভালো লাগার বা কটিন বিষয়গুলি নিয়ে পড়াশুনা করা উচিত। তিনি এই প্রসঙ্গে বাড়িতে মায়েরা বিভিন্ন কাজ করার সময় কিভাবে সময় নির্ধারণ করেন, সেদিকে নজর দেওয়ার পরামর্শ দেন। তা হলেই ছাত্রছাত্রীরা বুঝতে পারবে যে, সময়কে কিভাবে সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়। তা হলেই ছাত্রছাত্রীরা প্রতিটি বিষয়ের জন্য সময় ভাগ করে নিতে পারবে।

পরীক্ষার সময় টোকটুকির প্রসঙ্গ- বস্তারের স্বামী আশ্বিন্দর রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র রুশেশ কাশ্যপ জানতে চায়, পরীক্ষার সময় টোকটুকির অভাষ কিভাবে বর্ণন করা উচিত। প্রায় একই ধরনের আরেকটি প্রশ্ন করে ওড়িশার পুরীর কোনারকের তম্ময় বিসওয়াল। প্রধানমন্ত্রী এই বিষয়টি উত্থাপিত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ছাত্রছাত্রীরা যদি পরীক্ষার হলে গার্ডকে ফাঁকি দিয়ে অসৎ উপায় অবলম্বন করে, তা হলে তাদের ভাবনাচিন্তায় একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক প্রবণতা। এই বিষয়টি নিয়ে তিনি সমাজকে গভীরভাবে ভাবনাচিন্তা করার পরামর্শ দেন। শ্রী মোদী বলেন, কোনও কোনও স্কুল বা শিক্ষকশিক্ষিকা আলাদাভাবে টিউশনি করান, যেখানে তাঁরা তাঁদের ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য বিভিন্ন অসৎ উপায় অবলম্বনের পদ্ধতিপদ্ধতি সম্পর্কে অবগত করেন। প্রধানমন্ত্রী ছাত্রছাত্রীদের এই পথ সম্পূর্ণভাবে পরিহারের পরামর্শ দেন। বর্তমান পরিবর্তনশীল সময়ে আমাদের জীবনধারা পরিবর্তিত হচ্ছে। তোমাদের জীবনের প্রতিটি

দক্ষক্ষেপে পরীক্ষার মুখোমুখি হতেই হবে। টোকটুকির মাধ্যমে কখনই জীবনে সাফল্য আসবে না। ভূমি হয়তো একটি বা দুটি পরীক্ষায় সাফল্য পাবে। কিন্তু, তা সারা জীবনের জন্য প্রশ্নবোধক চিহ্ন হিসাবে থাকবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ছাত্রছাত্রীরা সাময়িক সাফল্যের জন্য কঠোর পরিশ্রমের পরিবর্তে অসৎ উপায় অবলম্বন করলে ভবিষ্যতে তাদেরই ক্ষতি হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি রেল স্টেশনের উদাহরণ তুলে ধরেন। মানুষ যখন একটি প্ল্যাটফর্ম থেকে অন্য প্ল্যাটফর্মে যান, তখন তাঁরা রেল লাইন পারাপার না করে ওভারব্রিজ ব্যবহার করেন। তিনি বলেন, শটকাট অবলম্বন করলে তোমার সাফল্যের সময়ও হ্রাস পাবে। কঠোর পরিশ্রম বনাম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কাজ করা- কেরলের কোজিকোডেরে একজন ছাত্র কঠোর পরিশ্রম এবং বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কাজ করার মধ্যে কোনটি শ্রেয়, সে বিষয়ে জানতে চায়। প্রধানমন্ত্রী এ প্রসঙ্গে তৃষ্মার্ত কাকের গল্প উল্লেখ করেন। একটি কাক পাথর ফেলে কলসির উপর জল নিয়ে এসে তার তৃষ্মা মিটিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী এই গল্পের রেশ টেনে বলেন, যে কোনও কাজ করার আগে প্রথমে তা ভালো করে বুঝে নিতে হবে। তিনি আরও আয় করতে পারেন। এক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা তাঁর সহায়ক হয়। কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়েই সবকিছু অর্জন করা যায় না। আবার খেলাধুলার ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণের একটা গুরুত্ব রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য দৃঢ়তার সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।

সন্তানবোধকে স্বীকৃতি দেওয়া-গুরুগ্রামের জওহর নরোদয় বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর জবিতা পাত্র জানতে চায়, সাধারণ মানের একজন পড়ুয়া হিসাবে সে কিভাবে ভালো ফল লাভ করতে পারো। শ্রী মোদী এই প্রশঙ্গে বাস্তবসম্মত মূল্যায়নের উপর গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন, একজন পড়ুয়া নিজের বিষয়ে মূল্যায়ন করতে পারলেই অতীষ্ট লক্ষ্য ও দক্ষতা অর্জনে সে সফল হবে। তিনি বাবামা'কে তাঁদের সন্তানের বিষয়ে যথাযথ মূল্যায়নের পরামর্শ দেন। অধিকাংশ মানুষই সাধারণ মানের, কিন্তু যখন এইসব সাধারণ মানের মানুষগুলি অসাধারণ কাজ করেন, তখনই তারা নতুন উচ্চতায় পৌঁছে যান। শ্রী মোদী বলেন, এখন আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে ভারতকে নতুন আশা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। অথচ, এমন সময় ছিল, যখন ভারতীয় অর্থনীতিবিদ বা প্রধানমন্ত্রীকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হ'ত না। আজ তুলনামূলক অর্থনীতির নিরিখে ভারতকে একটি উজ্জ্বল গন্তব্য বলে বিবেচনা করা হয়। আমরা কখনই কোনও চাপের কাছে নত হব না। আমরা যদি সাধারণ মানেরও হই, তা হলে আমাদের মধ্যে কিছু অসাধারণ গুণাবলী থেকেই যায়। আমাদের সেগুলিকে শনাক্ত করে এগিয়ে যেতে হবে। সমালোচনার মুখোমুখি হওয়া- চণ্ডীগড়ের সেন্ট জোসেফ সেকেন্ডারি স্কুলের মামত বাজোয়া, আমোদাবাদের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী কুমকুম প্রতাপভাই সোলান্ধি এবং ব্যাঙ্গালোরের হোয়াইটফিল্ড গ্লোবাল স্কুলের

দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র আকাশ দারিরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে জানতে চান, যারা তাঁদের বিষয়ে নেতিবাচক ভাবনা পোষণ করে, সেইসব মানুষদের কিভাবে প্রভাবিত করা যায়। দক্ষিণ সিকিমের ডিএডি পাবলিক স্কুলের একাদশ শ্রেণীর অস্মী সেনাও এ ধরনেরই একটি প্রশ্ন করেন। জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সমৃদ্ধশালী গণতন্ত্রের মূল শর্ত হ'ল সমালোচনা, যা বিভিন্ন বিষয়কে বিশুদ্ধ করে তোলে। তিনি বলেন, স্কিটব্যাকের প্রয়োজন রয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি একজন প্রোগ্রামারের উদাহরণ তুলে ধরেন, যিনি মানোন্নয়নের জন্য তাঁর কেটগুলিকে নানাভাবে ব্যবহার করেন। এর ফলে, যে সংস্থায় তিনি কর্মরত, সেই সংস্থা যখন তাদের পণ্য বাজারজাত করে, সেই সময় উপভোক্তাদের ঐ পণ্যের বিষয়ে মতামত জানতে চাওয়া হয়। শ্রী মোদী বলেন, বর্তমান যুগের বাবামায়েরা তাঁদের সন্তানদের গঠনমূলক সমালোচনার পরিবর্তে বিভিন্ন কাজে বাধা দান করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি সংসদে অধিবেশন চলাকালীন বিভিন্ন পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করেন। অনেক সময় দেখা যায়, একজন সাংসদ কোনও বিষয় নিয়ে বক্তব্য রাখতে, সেই সময় বিরোধী সদস্যরা তাঁকে নানাভাবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলেও তিনি তার বক্তব্য পেশ থেকে বিরত থাকছেন না। বর্তমান যুগে শ্রমশক্তি এবং গবেষণার বিভিন্ন কাজে সমালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু, অনেকেই নানা বিষয়ে সমালোচনা না করে অভিযোগ করে থাকেন, যা বাঞ্ছনীয় নয়। তিনি উপস্থিত সকলের কাছে অনুরোধ করেন যে, অভিযোগ জানাতে সমালোচনা থেকে বিরত থাকতো। অভিযোগ ও সমালোচনার মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে।

গেম খেলা ও অনলাইনের প্রতি ঝোঁক- ইডিয়া টিভির মাধ্যমে ভোপালের দীপেশ আহিওয়ার, রিপাবলিক টিভির মাধ্যমে কাশ্মীরী এবং জিটিভির মাধ্যমে মনন মিত্তল অনলাইন গেম ও সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতি আসক্তির কারণে যথাযথ মনোনিবেশের প্রসঙ্গটি জানতে চান। জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রথমে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, আমরা স্মার্ট না অস্মার্ট। আমরা যখন আমাদের যন্ত্রগুলি স্মার্ট। আমরা যখন আমাদের যন্ত্রগুলিকে নিজেদের থেকে বেশি স্মার্ট ভাবতে শুরু করি, তখনই সমস্যার সৃষ্টি হয়। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, একজন ভারতীয় গড়পড়তা ৬ ঘণ্টা কম্পিউটার বা মোবাইল স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকেন। ঈশ্বর আমাদের যন্ত্রে চিত্ত এবং ব্যক্তিব্দ্ধ্য দিয়েছেন, আমরা যাতে যন্ত্রের দাস না হয়ে পড়ি, সে বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। তিনি জানান, তিনি নিজে খুব কমই মোবাইল নিয়ে ঘাটিঘাটি করেন। এর জন্য তিনি দিনের একটি নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ করেছেন। প্রযুক্তিকে এড়ানো সম্ভব নয়। কিন্তু, চাহিদা অনুযায়ী আমাদের প্রযুক্তিকে ব্যবহার করতে হবে। এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের সজনশীলভাবে রক্ষা করতে কৃত্রিম মেথার এই যুগেও পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে যেতে হবে। তিনি প্রতিটি বাড়িতে একটি জায়গা বাছাই করতে বলেন, যেখানে প্রযুক্তির কোনও ছোঁয়া থাকবে না। এর মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের জীবনের আনন্দকে উপভোগ করতে পারবো এবং যন্ত্রপাতির দাসত্ব থেকে মুক্ত হব।

পাল্টা কটাক্ষ বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর

পাটনা, ২৭ জানুয়ারি : বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে পরামর্শ দিয়ে খোঁচা দিয়েছেন জেডি



(ইউ)র জাতীয় সংসদীয় বোর্ডের প্রধান উপেন্দ্র কুশওয়াহ। পাল্টা উপেক্ষকে কটাক্ষ করছেন নীতীশ কুমার। শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে উপেন্দ্র কুশওয়াহ বলেন, কে তাঁর নিজের এবং

কে নিজের নয়, তা খুঁজে বের করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে আমি পরামর্শ দিতে চাই। উপেন্দ্র বলেছেন, নীতীশ কুমার যদিও আমাকে জেডি (ইউ) ছাড়তে বলেন, তাও আমি দল ছাড়ব না। আমি দায়িত্ব নিয়েছি এবং এই দলকে বাঁচাতে লড়াই করব। জেডি (ইউ)এর বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আমি হতাশ। উপেন্দ্র কুশওয়াহ আরও বলেছেন, গত কয়েকদিন ধরে আমার সম্পর্কে কিছু কথা বলা হচ্ছে এবং মুখ্যমন্ত্রী (নীতীশ কুমার)ও সেই আলোচনাকে উৎসাহ দিয়েছেন। কেউ কেউ বলছেন আরজেডির সঙ্গে একটি চুক্তি হয়েছে...আমি দলের জাতীয় কার্যনির্বাহী সভা করার জন্য আমার দাবি পুনর্ব্যক্ত করছি। এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেছেন, আপনারা কি কখনও দেখেছেন, একটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে ঘটে যাওয়া আলোচনার বাইরে বারবার আলোচনা হয়? দলের মধ্যে মানুষের কথা বলা উচিত...আমার শুধু স্নেহ আছে, দল থেকে কেউ গেলে কিছু যায় আসে না। জেডি (ইউ)র কাছে এ সবার কোনও মানে নেই।

সার্জিকাল স্ট্রাইক নিয়ে কখনও প্রশ্ন করেনি ন্যাশনাল কনফারেন্স : ওমর আব্দুল্লাহ

জম্মু, ২৭ জানুয়ারি : জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ওমর আব্দুল্লাহ দাবি করলেন, তাঁর দল কখনও সার্জিকাল স্ট্রাইক নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি। শুক্রবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীরের বানিহালে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় ওমর আব্দুল্লাহ বলেছেন, এ বিষয়ে (সার্জিকাল স্ট্রাইক) আমি কিছু বলতে চাই না। এটি কংগ্রেসে অত্যন্তরীণ বিষয়। আমরা কখনও সার্জিকাল স্ট্রাইক নিয়ে প্রশ্ন করিনি এবং ভবিষ্যতেও প্রশ্ন করব না। উল্লেখ্য, সার্জিকাল স্ট্রাইক নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা দিগ্বিজয় সিং। একই পথে হেঁটে সার্জিকাল স্ট্রাইকের ভিডিও প্রকাশের প্রেক্ষিতে এদিন প্রশ্ন করা হয় ওমর আব্দুল্লাহকে, তখনই তিনি বলেছেন, আমরা কখনও সার্জিকাল স্ট্রাইক নিয়ে প্রশ্ন করিনি এবং ভবিষ্যতেও প্রশ্ন করব না। প্রসঙ্গত, এদিনই কংগ্রেসের ভারত জোটো যাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন ওমর আব্দুল্লাহ।

বিহারের মুজাফফরপুরে পুকুরে ডুবে মহিলা ও তিন শিশুর মৃত্যু

মুজাফফরপুর (বিহার), ২৭ জানুয়ারি : মুজাফফরপুর জেলার কাস্তি থানার অন্তর্গত শাহবাগপুর গ্রামে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পুকুরে ডুবে এক গর্ভবতী মহিলাসহ তিন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। জানা গিয়েছে, এরা সবাই পশু চরাতে গিয়েছিলেন। তখনই এই দুর্ঘটনা ঘটে। শুক্রবার শাহপুর পঞ্চায়েত প্রধান মিথিলেশ পােসায়ান জানিয়েছেন, ওই মহিলা ঘাস কাটতে গিয়েছিলেন। এ সময় পিছলে পড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় পুকুর থেকে রীমা দেবী ও তার মেয়ে কৃতার মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। দুই শিশুর খোঁজে তল্লাশি অব্যাহত রয়েছে। ডিএসপি (পশ্চিম) অভিষেক আনন্দ বলেন, পুকুরে ডুবে এক মহিলা ও তিন শিশুর মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। পুকুর থেকে দুটি দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। দুই শিশুর খোঁজে তল্লাশি চলছে। কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

প্রয়াত দক্ষিণী ইন্ডাস্ট্রির কিংবদন্তি অভিনেত্রী যমুনা

মুম্বই, ২৭ জানুয়ারি : প্রয়াত হলেন দক্ষিণী ইন্ডাস্ট্রির প্রবীণ অভিনেত্রী যমুনা। যিনি এককালে কিংবদন্তি এন টি রামা রাওসহ দক্ষিণী ইন্ডাস্ট্রির একাধিক ছবিতে নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। সূত্রের খবর, শুক্রবার আর্ধকাজিত কার্যে মারা যান বস্তুজানা অভিনেত্রী। পারিবারিক সূত্রের খবর, এদিন নিজস্ব বাসভবনেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। যমুনার সত্যিভাট উল্লেখযোগ্য সিনেমাটি হল, পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে অভিনীত। এই ছবিতে তার চরিত্রটি আজও অমর। খুব অল্প বয়সেই কেরিয়ার শুরু করেন অভিনেত্রী। থিয়েটার থেকে তাঁর অভিনয় যাত্রা শুরু হলেও পরবর্তীতে তেলগু, তামিল, কন্নড় এবং হিন্দিএসহ মোট ২০০ টি সিনেমায় অভিনয় করেন। তিনি ১৯৩৬ সালের ৩০ আগস্ট, কর্ণাটকের হসপিটলে জন্মগ্রহণ করেন। এরপর তিনি তাঁর বাবামা নিপানি শ্রীনিবাস রাও এবং কৌসল্যা দেবীর সঙ্গে অন্ধ্রপ্রদেশে চলে আসেন।যমুনা ১৯৬৫ সালে ওসমানি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক জুলুরি রমনা রাওকে বিয়ে করেন । তিনি ৮৬ বছর বয়সে ১০ নভেম্বর ২০১৪ তে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান। তাঁদের একটি পুত্র ভামসি জুলুরি এবং একটি কন্যা, শ্রাবতী রয়েছেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন গুট্টুর জেলার দুর্গিরালা স্কুল থেকে। ছোট থেকেই স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন অভিনেত্রী। যমুনার আসল নাম, জনা বই। ১৬ বছর বয়সে গারিকপারি রাজারাও পরিচালিত পটিন্দ্র (১৯৫৩) দিয়ে অভিনয়ে আত্মপ্রকাশ করেন অভিনেত্রী। অভিনেত্রীরা চার দশকের কর্মজীবনে, শুধু নায়িকার ভূমিকাতেই নয়, বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন। যমুনা কেরিয়ার জীবনে ১১টি হিন্দি ছবিতেও অভিনয় করেছেন। তিনি সুনীল দত্ত এবং নতুন অভিনীত মিলন (১৯৬৮) ছবিতে অভিনয়ের জন্যে শ্রেষ্ঠ পার্শ্বঅভিনেত্রী হিসেবে ফিল্মফেয়ার পুরস্কারও পেয়েছিলেন।১৯৯১ সালে তামিলনাড়ু রাজ্য চর্চাচিত্র অনারারি পুরস্কার-এমজিআর পুরস্কার এবং ২০০০চ সালে এনটিআর জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হন। এছাড়াও তিনি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, ১৯৮০ সালে কংগ্রেস পার্টিতে যোগদান করেন এবং ১৯৮৯ সালে রাজমুন্দি থেকে লোকসভায় নির্বাচিত হন, কিন্তু ১৯৯১ সালে পরাজয়ের পর রাজনীতি ছেড়ে দেন। পরে তিনি বিজেপিতে যোগ দেন।

নারা লোকেশের পদযাত্রা চলাকালীন অসুস্থ তেলেগু অভিনেতা তারাকা

চিত্তোর, ২৭ জানুয়ারি : অন্ধ্রপ্রদেশের চিত্তোর জেলার কুন্ডামের কাছে টিডিপি নেতা নারা লোকেশের যুবা গালাম (তরুণ কণ্ঠ) পদযাত্রা চলাকালীন অসুস্থ হলে পড়লেন তেলেগু অভিনেতা তারাকা রঙ্গা। ক্লান্ত হয়েই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন তেলেগু অভিনেতা তারাকা রঙ্গা। তিনিও এই পদযাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন, অসুস্থ অবস্থায় অভিনেতাকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। নারা লোকেশ বলেন অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডুর ছেলে। শুক্রবার পদযাত্রা শুরু করেন তিনি। পদযাত্রায় অংশ নেন রঞ্জাও পদযাত্রা শুরু করার আগে, লোকেশ লক্ষ্মীপুরম শ্রী বরদরাজ স্বামী মন্দিরে প্রার্থনা করেন। কুন্ডামের কাছে টিডিপি নেতা নারা লোকেশের যুবা গালাম (তরুণ কণ্ঠ) পদযাত্রা চলাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়লেন তেলেগু অভিনেতা তারাকা রঙ্গা।

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ৭৪ তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠান



২৭ জানুয়ারি : ২৬.০১.২০২৩ তারিখে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, FGMO কলকাতা এবং আঞ্চলিক অফিস কলকাতা মেট্রোর দ্বারা ৭৪ তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে একটি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে আঞ্চলিক অফিস কলকাতা মেট্রোর আওতাধীন স্থানীয় শাখাগুলির কর্মীরাও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। পতাকা উত্তোলন করলে কলকাতা জোনাল হেড শ্রী জি সুধাকর রাও, তার পরে এই অঞ্চলে নিযুক্ত গাউ রাষ্ট্রীয় স্যান্টট করেন। জোনাল হেড শ্রী জি সুধাকর রাওইন তার ভাষণে বলেছিলেন যে এই প্রজাতন্ত্র দিবসটি একটি আশার কর্মসূচি যা তেরদশ তার রঙে এবংই ইঙ্গিত দেয়। আঞ্চলিক প্রধান তার ধন্যবাদ ত্যাটে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ গণতন্ত্রের ৭৪তম প্রজাতন্ত্র দিবসে অংশগ্রহণের জন্য প্রতিটি কর্মী সদস্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

পঞ্জিকা
শুক্রবারের পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি : আজ ১২ মাঘ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার, ইংরেজী ২৭ জানুয়ারী ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলি ৫১২৩, সৌর ১৩ মাঘ, চাউ গোবিন্দ মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্বৎ, ২৫৬৬ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশ ১৩ মাঘ ১৪২৯, ভারতীয় সিভিল ৭ মাঘ ১৯৪৪, মৈতে ৬ ফাইরেন, আসাম ১২ মাঘ, মুসলিম ৫রজব ১৪৪৪ হিজরী। শ্রীতলা যষ্ঠী সূর্য উদয় সকাল ০৬১৯৫৩ এবং অস্ত বিকাল ০৫১৮২১। চন্দ্র উদয় সকাল ১০১৬২৭(২৭) এবং অস্ত রাত্রি ১১০৫০৫(২৭)। শুরু পক্ষ । তিথি যষ্ঠী (নন্দা) বিকাল ঘ ০৩০৮৪৩ দং ২১৫২.৫ পর্যন্ত নক্ষত্র রেবতী রাত্রি ১২২০৫৯ দং ৪৫৩২২.৫ পর্যন্ত পরে অশ্বিনী ক০৩৮ তৈল্ল বিকাল ঘ ০৩০৮৪৩ দং ২২১৫২.৫ পর্যন্ত পরে গর শেষ রাত্রি ঘ ০২৬৬৩০ দং ৫০৪১৩৫ পর্যন্ত পরে বহিজ যোগ সিদ্ধ রাত্রি ০৭০৭২৪ ঘ ৩২৫৮৬৫ পর্যন্ত পরে সাধ্য অমৃতযোগ-নিন ০৬১৯৫৮ থেকে -০৭৪৭৪৬ পর্যন্ত, তারপর ০৮৬১৪০ থেকে- ১০৪৩২২ পর্যন্ত, তারপর ১২৫৫০৩ থেকে - ০২২২৫১ পর্যন্ত, তারপর ০৩৫০৩৯ থেকে - ০৫১৮২৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৩০২৩৯ থেকে - ০২৪৬৫১ পর্যন্ত, তারপর ০৩৪৩৪০ থেকে - ০৪৩৫৪৬ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০৩৭৫৩ থেকে- ১১২৩০৯ পর্যন্ত, তারপর ০৪৩৫৪৬ থেকে - ০৬১৯৫৮ পর্যন্ত। কুলিকলোা দিন ০৮৬১৪০ থেকে-০৯১৫৩৪ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রি ০৭০২৩৯ থেকে-০৭৫৪৪৫ পর্যন্ত। বারলোা দিন ০৯৪৩৪৫ থেকে- ১০২৪৪৪ পর্যন্ত। কালকোলা দিন ১০২৬৫৪ থেকে-১১৪৯১২ পর্যন্ত। কারারাত্রি ০৭৩৫৪৯ থেকে-১০৪১৩১ পর্যন্ত। গ্রহযুট (সূর্য উদয় কালীন) রবি ০২৩২২৩৯ (২২) ২ পদ, চন্দ্র ০২৩৯৩৫ (১) ১ পদ,মঙ্গল১১৩৪২০ (৪) ২ পদ
আবহাওয়া
পূর্বাভাস মূলত আকাশ পরিষ্কার থাকবে। তাপমাত্রা সবেশিচ ৩০.২ ও (৫) সর্বনিম্ন ১৮.৫০ ও (৩) অপেক্ষাকৃত আর্দ্রতা ৭৬ এবং বৃষ্টিপাত সেই। জোয়ার সকাল ৭ টা ৪৪ মিনিট এবং রাত ৮ টা ২২ মিনিট। অড়া বেলা ১ টা ৪২ মিনিট এবং রাত ১ টা৩২ মিনিট। সূর্য উদয় সকাল ৫ টা ২৬ মিনিট এবং অস্ত বিকেল ৫টা ৪১মিনিট
রাশিফল
১ মেঘ রাশিঃ বহুদিনের কোনও ইচ্ছাপূরণ হতে পারে। সন্তানদের বিবাহের পূর্বে তাদের মতামতের গুরুত্ব দেবেন। এই রাশির জ্যোতিষদের আর্থিক উন্নতি সন্ধ্যা ২ বৃষ রাশি ঃ বড় ধরনের কোনও অর্থটনের যোগ নেই। অতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ না হওয়ার ফলে মানসিক অবসাদ। ৩ মিথুন রাশি : চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য সময়াট শুভ। নিকট আত্মীয়ের সম্পত্তি পাওয়ার ব্যাপারে পারিবারিক আশান্তি দেখা দিতে পারে। ৪ কর্কট রাশি ঃসৃজনশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বাড়তি উপার্জনের হদিশ মিলতে পারে। ৫ সিংহ রাশিঃ বৈহিসাবি খরচের জেরে ঋণগ্রস্ততার পরিকল্পনা বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। বিগত সপ্তাহের তুলনায় স্ত্রীর স্বাস্থ্যের উন্নতি। ৬ কন্যা রাশি : পাবলিক যানবাহন চালকরা সাবধানে গাড়ি চালান। নচেৎ দুর্ঘটনায় পড়তে পারেন। ৭ তুলা রাশিঃ বহুদিনের কোনও আশাপূরণ হতে পারে। নতুন যানবাহন ক্রয়ের ক্ষেত্রে সময়াট শুভ। ৮ বৃশ্চিক রাশি : সপ্তাহের শেষাভ্যে কোনও মূল্যবান সামগ্রী হারিয়ে ফেলতে পারেন। আত্মীয়ের সম্পত্তি পাওয়ার ব্যাপারে পারিবারিক আশান্তি ৯ ধনু রাশি : বয়স্ক ব্যক্তির পুরনো বস্তুবান্ধনের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করুন। এতে মানসিক অবসাদ কটে যাবে। ১০ মকর রাশি : দাঁতের রোগে কষ্ট পেতে পারেন। পুরনো দিল্লির কোনও ঋণ এই সময় আদায় হতে পারে। ১১কুম্ভ : প্রাথমিক বিদ্যার ক্ষেত্রে বাচ্চাদের অমনোযোগিতার ফলে পরীক্ষার ফল আশানুক্রম হবে না। ১২ মীন রাশি : জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে।সপ্তাহের শেষাভ্যে পরিবারের সঙ্গে ছোটখাটো ঝগড়ের ব্যবস্থা করুন। আমদানিগুণনি ব্যবসায় বাড়তি সাফল্য লক্ষ্য করা যায়। বিগত সপ্তাহের তুলনায় স্ত্রীর স্বাস্থ্যের উন্নতি।

হাওড়া থেকে পুরী পর্যন্ত ছুটেবে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি : বাংলায় আরও একটি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের পথচলা শুরু হতে পারে। হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ির পর এবার চালু হতে পারে হাওড়া-পুরী বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। আগামী মাসেই শুরু হতে পারে রাজ্যের সেমি হাইস্পিড এক্সপ্রেসের পথচলা। তবে কবে চালু হবে এবং ভাড়া কত হবে, তা এখনও নিশ্চিত হয়নি। চলতি বছরের শুরুতেই হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের পথচলা শুরু হয়। তার ফলে মাত্র ৮ ঘণ্টার মধ্যে হাওড়া থেকে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে পৌঁছাচ্ছেন যাত্রীরা। বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের স্টপেজ দেওয়া হয়েছে বেলপুরে। এর পাশাপাশি মালদা টাউন এবং বারসেই স্টেশনেও দাঁড়াচ্ছে সেমি হাইস্পিড এক্সপ্রেস। যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যে বিশ্বমানের ট্রেনগুলিকে উষ্ণর দিতে তৈরি বন্দে ভারত। ট্রেনটি পুরোটাই এসি চেমার করা। প্রতিটি আসন ৬৩০ ডিগ্রি ঘুরবে অর্থাৎ কোচে রয়েছে রিডলবিং চেয়ার। খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে ট্রেনের অন্দরেই। তার মাসখানেক ঘুরতে না ঘুরতেই রেল সূত্রে খবর, ফের রাজ্য আরও একটি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস পেতে চলেছে। এবার হাওড়া স্টেশন থেকে জগন্নাথখাম পুরীগামী বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের পথচলা শুরু হবে। আগামী মাসেই রাজ্যের সেমি হাইস্পিড এক্সপ্রেসের যাত্রা শুরু হতে পারে। তবে কবে কোচের ট্রেনটি চালু হবে, তা এখনও জানা যায়নি। ভাড়াই বা কত হবে, কোন কোন স্টেশনেই বা দাঁড়াবে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস - সে সম্পর্কে এখনও নিশ্চিত কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। কখনও খামলা তো কখনও ভিনরাজ্য। বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ‘পাশার হামলা’ লেগেই রয়েছে। শুক্রবার আবার একদিনে তিনবার হামলার শিকার হয় বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। সেমি হাইস্পিড ট্রেন বারবার আক্রান্ত হওয়া রক্তচাপ বাড়াচ্ছে রেল কর্তৃপক্ষের। কে বা কারা এই কাজ করছে, তার দহনকে ট্রেনটি আরও তগর আরপিএফ। নতুন করে উদ্বোধন হওয়া কোনও বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে যাতে আর হামলা না হয়, সেদিকেও বিশেষ নজর রেল কর্তৃপক্ষের।

ঠান্ডা আর গরমের ঠণানামা চলবে আরও কয়েক দিন : আবহাওয়া দফতর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি : এখনই শীত না গেলেও ঠান্ডা আর গরমের ঠণানামা চলবে আরও কয়েক দিন। হাওয়া অফিস বলছে, আপাতত তাপমাত্রার তারতম্য চলবে। তবে ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে তাপমাত্রা আবার খানিকটা নামতে পারে। মিলতে পারে শীতের আমেজ। যদিও, জাঁকিয়ে ঠান্ডায় এ বছর একরকম ইতি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা যাচ্ছে, চলতি ২৪ ঘণ্টা একই রকম আবহাওয়া থাকবে। তার পর তাপমাত্রা ২ থেকে ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমবে। তার পর আবার গরম বাড়বে। হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে আবার তাপমাত্রা একটু কমার সম্ভাবনা রয়েছে। সরস্বতী পুজো এবং প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন আবহাওয়া দেশে শীতের বিদ্যায়িত্রিট একে ফেলেছিলেন শহরবাসী। কিন্তু তার পর থেকে আবহাওয়ায় সামান্য পরিবর্তন এসেছে। তা টের পাওয়া যাচ্ছে শুক্রবার। আবহবিদরা জানাচ্ছেন, উত্তরে হাওয়ার জোর খানিকটা বেড়েছে। তার জেরেই গুমেটি কেটে চনমনে আবহাওয়া মিলছে শুক্রবার। সারা দিন এমন আবহাওয়াই বজায় থাকবে। হাওয়ার গতি এমনই থাকলে শনিবার তাপমাত্রা আরও ২ থেকে ৬ ডিগ্রি পর্যন্ত কমতে পারে। কিন্তু সেই শীত শীত ভাবও দীর্ঘস্থায়ী হবে না। আলিপুর হাওয়া অফিস জানিয়েছে, পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কারণে আবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা খানিক বাড়বে। আগামী সপ্তাহে বুধবারের পর থেকে তা আবার কমতির পথে যেতে পারে।

নামখানা ব্লকে মুমূর্ষু রোগীদের পাশে দাঁড়ালেন বিশিষ্ট সমাজসেবী

দুরন্ত বার্তা, নামখানা, ২৭ জানুয়ারি : ২৬ জানুয়ারিতে মুমূর্ষু রোগীদের পাশে দাঁড়ালেন বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা মানবদর্শক বিদ্যুৎ কুমার দিদ্দা।

প্রত্যন্ত সুন্দরবনের নামখানা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দুঃস্থ ও অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়ানোই ছিল তাঁর মূল ব্রতা। তিনি রোগীদের হাতে ৯ রকমের ফল ও একটি করে বিস্কুটের প্যাকেট তুলে দিলেন। দীর্ঘ ৬০ বছর ধরেই এই ২৬ জানুয়ারি দিনটিতে মুমূর্ষু রোগী ও অসহায় দুঃস্থ মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে এসেছেন। এবছরও তা অন্যথা হয়নি। এই সংসদে বিদ্যুৎ বাবু বলেন, আমি চাকরি পাওয়ার পর আমার মা প্রথম আমাকে এই রকম দিশা দেখিয়েছিলেন। তারপর থেকে দীর্ঘ ৬০ বছর ধরে আমি অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করে চলেছি। আমার ডাডু বিশ্বাস আমি যতদিন বাঁচবে। আমি ততদিন মুমূর্ষু রোগী ও অসহায় দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়াবো। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি হওয়া এক অসহায় রোগী বলেন, উনি প্রতিবছর ১৫ আগস্ট ও এই ২৬ জানুয়ারি দিনটিতে হাসপাতালে রোগীদের ফল বিতরণ করেন। গত বছর ও প্রত্যয়েছিলেন। এই বছর ও প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন ওনার হাত থেকে ফল ও বিস্কুট পেলোম। খুব ভালো লাগলো এইরকম ভাবে অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছেন।

কোন্নগরে বিদ্যালয়ের উদ্যোগে শিশুদের, শিক্ষক-শিক্ষিকার হাতে হাতেখড়ি

বনস্পতি দে, হুগলি, ২৭ জানুয়ারি : বিদ্যার আরাধনায় সরস্বতী পূজার দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সকালে ৬০ জন শিশুর শিক্ষকদের হাতে, হাতে খড়ি হলো। এদের মধ্যে বেশির ভাগ শিশু বিভিন্ন বাড়ি থেকে পড়তে আসা। এই অভিনব উদ্যোগ কোন্নগরের মালদা মেরি পাবলিক স্কুল, অটোস্ট্যান্ড বিদ্যালয়ের শিক্ষক- শিক্ষিকাদের। শ্রী পঞ্চমীর সকালেই সান সেরে ছোটরা নতুন কাপড় জামা পড়ে শিশুরা সিলেট, বই, পেন্সিল, নিয়ে বাবা-মায়ের সঙ্গে হাজির স্কুলে, হাতে খড়ি দেওয়ার জন্য। ঠাকুরসিঁহায়ের হাতে তারা মা স্বরস্বতীর সামনে সিলেট এ-আ-ক-থ এ-বি-সি-ডি লিখে হাতে খড়ি দিল ৬০ জন শিশু। এরই একদিন দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। কোলাহল শব্দে চলছে মাকে আহবান। হয়ে গেল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হাতে, হাতে খড়ি। বিদ্যালয়ের প্রধান সম্পাদক অরুণ কুমার মিশ্রা জানানলে অনেক শিশুরা বাড়িতে হাতে খড়ি দিতে পারেনা। এইমুহে বিদ্যালয়ে পড়তে চলে আসে, তাই আমরা বিদ্যালয় এই পূজার দিনে মায়ের কাছে হাতে ঘড়ির ব্যবস্থা করেছি। প্রত্যেক বছরই এই ভাবে করে যাব। প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতি কাঞ্চনা মিশ্রা বলেন ভীষণ ভালো লাগছে। শিশুরা কোথায় যাতে খড়ি দিতে যেতে? খুব ভালো হয়েছে। শিশুরাও নিজেরা কোথা মনে চেনা পরিবেশ ও আনন্দে হাতে খড়ি দিচ্ছে। কাঞ্চনা মিশ্রা বলেন অসাধারণ শিশুদের জন্য আদর্শ পরিবেশে শিশুরা আনন্দে হাতে খড়ি দিল। এটাই চাইছিলাম। একই বক্তব্য বিদ্যালয়ের আয়ুষ মিশ্রা জানালেন। এটা একটি পরিবার। শিশুদের আনন্দ দেখে হাতে খড়ি তে আমরাও খুশি ।

কুয়াশার কারণে উত্তর ভারতে দেরিতে চলছে ছয়টি ট্রেন

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি : কম দূর্শমানতা এবং কুয়াশার কারণে উত্তর ভারতে ছয়টি যাত্রীবাহী ট্রেন দেরিতে চলছে বলে শুক্রবার রেলের আধিকারিকরা জানিয়েছেন। রেলের আধিকারিকদের মতে, কচুড়েল-অমৃতসর এক্সপ্রেস, জবলপুর-হজুরের নাজিমউদ্দিন গন্তায়না এক্সপ্রেস, ডাঃ আমদেদকর নগর-শ্রী মাতা বৈষ্ণো দেবী কাটরা মালওয়া সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস, এবং রাজগীর-নয়া দিল্লি শ্রমজীবী এক্সপ্রেস ১,৩০ ঘণ্টা দেরিতে চলছে। যদিও বারউনি-নিউদিল্লি ক্রোন স্পেশাল, এবং রায়গড়-হজরত নিজামুদ্দিন গন্তায়না এক্সপ্রেস যথাক্রমে ৬.০০ ঘণ্টা এবং ২.০০ ঘণ্টা দেরিতে চলছে। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার রাজধানীতে বাতাসের গুণমান খারাপ হয়েছে এবং আগামী কয়েক দিনের মধ্যে এটি আরও খারাপ হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে বলে সিসিমে অফ এয়ার কোয়ালিটি অ্যান্ড ওয়েদার ফোরকাস্টিং অ্যান্ড রিসার্চ জানিয়েছে।

বই কেনার জন্য ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি : রাজ্য সরকার বেসরকারি গ্রন্থাগারগুলির বই কেনার জন্য ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে । সম্প্রতি রাজ্যের গ্রন্থাগার দফতর এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে । ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পরিষেবা উন্নয়ন এবং বই কেনার জন্য রাজ্যের বেসরকারি গ্রন্থাগারগুলিকে ২৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। এই খাতে ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার। তবে কোন কোন লাইব্রেরি এই টাকা পাবে, বিজ্ঞপ্তিতে সে সংক্রান্ত নির্দিষ্ট গাইডলাইনও দেওয়া হয়েছে । বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বেসরকারি গ্রন্থাগার, ক্লাব পরিচালিত গ্রন্থাগার, কোনও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় দ্বারা পরিচালিত বা কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলো অর্থের জন্য আবেদন করতে পারবে। গ্রন্থাগার দফতরকে ওয়েবসাইটে আবেদনের জন্য ফর্ম পাওয়া যাবে। ওয়েবসাইটে গিয়ে ফর্ম ভাউনলোড করতে হবে। নির্বাচিত গ্রন্থাগারগুলিকে এককালীন ২৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে।

জিটিএ থেকে সমর্থন তুলতে রাজ্যকে চিঠি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি : গোর্খা আঞ্চলিক প্রশাসন জিটিএ থেকে সমর্থন তুলতে চেয়ে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা এই সংক্রান্ত চুক্তি পত্র থেকে সই প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত জানিয়ে রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়েছে। গোর্খা জনজাতি উন্নয়নের লক্ষ্যে জিটিএ তৈরি করা হলেও গত এক দশকে গোর্খাদের উন্নয়নে তা কোনভাবেই কাজ করেনি বলে মোর্চার তরফে মুখামন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে লেখা চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। সই প্রত্যাহারের মাধ্যমে সমর্থন তুলে নেওয়ায় তা এখন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তের উপরে নির্ভর করবে। উল্লেখ্য ২০১১ সালের ১৮ জুলাই শিলিগুড়ির পিনটেল ভিলেজে কেন্দ্র, রাজ্য সরকার ও গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার মধ্যে এই ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

ইলেকট্রনিকসের দোকানে চুরি

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৭ জানুয়ারি : হাওড়ার ডোমজুড়ে ইলেকট্রনিক দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ধরা পড়লো সিসি ক্যামেরায়। জানা গেছে, রাতে একটি ই লেকট্রনিক সামগ্রীর দোকানে অ্যাসেসসরের চাল ভেঙে দুচ্ছতীরা দোকান ঢুকে চুরি করে। সেই ছবি ধরা পড়ে সিসিটিভি ক্যামেরায়। ঘটনাটি ঘটেছে ডোমজুড় থানার অন্তর্গত দক্ষিণবাড়ি এলাকায়। দোকান মালিক স্বপ্নান বৈদ্য জানান, ২৬ তারিখ গভীর রাতে দুচ্ছতীরা দোকানে ঢোকে প্রায় ৭০ হাজার টাকার সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যায়। ডোমজুড় থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এই ব্যক্তির প্রতারণার ফাঁদে পড়েছেন দক্ষিণ দিনাজপুরের কু মারগঞ্জ থানা এলাকার কয়েকহাজার মানুষ। পুলিশ ও স্থানীয় সশস্ত্র খবর, দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট থানার নৈনান এলাকার বাসিন্দা শামসুদ্দিন

ভাঙড়ে সংঘর্ষের ঘটনায় আটক আরও ৪ আইএসএফ কর্মী

দুরন্ত বার্তা, ভাঙড়, ২৭ জানুয়ারি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে শান্তি ফিরেছে না! ভাঙড়ের হস্তিশালায় সংঘর্ষের ঘটনায় আরও ৪ জন আইএসএফ কর্মীকে আটক করল কলকাতার লেদার কমপ্লেক্স থানা এবং কাশিপুর থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে আরও ৪ জন আইএসএফ কর্মীকে আটক করা হল। পুলিশ সূত্রে খবর, সংঘর্ষের ঘটনার দিনের সিসিটিভি ফুটেজ দেখে রাতে লেদার কমপ্লেক্স থানা এবং কাশিপুর থানার পুলিশ যৌথ ভাবে কাশিপুর থানার অন্তর্গত সাতু লিয়া, নাংলা এবং আলাকু লিয়া এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালিয়ে আইএসএফ কর্মীদের আটক করে। উল্লেখ্য, গত এক সপ্তাহ ধরে ভাঙড়ে অশান্তি চলছে, থমথমে রয়েছে বিভিন্ন এলাকা। গত শনিবার বিধায়ক নভশানের ধর্মতলা থেকে প্রেহতারি়র পর এই চাপানুড়িতোর চরমে পৌঁছায়। বিভিন্ন জায়গায় মিটিং-মিছিলের ডাক দিয়েছে আইএসএফ। উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এলাকায়। এর পর রাতে পুলিশের তল্লাশি অভিযানের পর এলাকা আরও থমথমে হয়ে উঠেছে।

বিভিন্ন অসামাজিক কাজের প্রতিবাদের কারণেই নাজিরগঞ্জ এলাকায় এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে খুন



শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ২৭ জানুয়ারি : হাওড়ার নাজিরগঞ্জ এলাকায় এক ব্যক্তিকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুনের ঘটনা ঘটেছে। পরিবারের দাবি মতে, জুয়া, লোটো সহ বিভিন্ন অসামাজিক কাজের প্রতিবাদের কারণেই এই নৃশংস খুনের ঘটনা। মৃত যুবকের নাম রবি রাই (৪৫)। ঘটনাটি ঘটেছে নাজিরগঞ্জ নেপালী পাড়া এলাকায়। পাড়ারই একটি মন্দিরের পাশে মন্দের ঠেকে শুক্রবার ভোরে ঘটে এই খুনের ঘটনা। রবিকে ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে কোপানো হয় বলে জানা গেছে। এলাকায় এই ঘটনায় উত্তেজনা থাকায় ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে ব্যারিকেড করে দেয়। এদিনই বেলাার দিকে আসে ফরেনসিক দল। পুরানো কোনও শত্রুতার জেরে এই খুন বলে অনুমান পুলিশের। সদস্যহতাজন ২ জনকে আটক করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এদিকে, খুনের ঘটনা প্রসঙ্গে মৃতের জামাইবাবু বলেন, রবি রাই আমার শ্যালক। এই পাড়ায় অনেক ধরনের খারাপ কাজ হতো। আমার শ্যালক রবি অনেকদিন ধরেই এইসব ঘটনার প্রতিবাদ করছিলেন। এই কারণেই অস্বিস্তুরা রবির উপর প্রতিশোধ নেবে বলে

ব্লক প্রশাসন ও পুলিশের তৎপরতায় বিয়ের মন্ডপ থেকে উদ্ধার নাবালিকা, ধৃত পাত্র ও জামাইবাবু

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ২৭ জানুয়ারি : প্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকায় নাবালিকার বিয়ে বন্ধ হল এবার জয়নগরে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জয়নগর থানার পুলিশ ও জয়নগর ১ নম্বর ব্লক প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে জয়নগর ১ নং বিডিও ও জয়নগর থানার আই সি রাকেশ চ্যাটজীর নির্দেশে জয়নগর থানার ধোসা চন্দ্রেন্দ্রশ্রের পঞ্চায়েতের হাতচাড়া এলাকার বিয়ের মন্ডপ থেকে বৃহস্পতিবার রাতে এক নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। আর ওই বিয়ে বাড়ির মন্ডপ থেকে পাত্র সুশান্ত মন্ডল (২৫), পাত্রের বাড়ি জয়নগর থানার গোদাবর বাঁশতারা এলাকায়। পাত্রের জামাইবাবু নিমাই সর্দার (৬৬)। বাড়ি জয়নগর থানার হাতচাড়া এলাকায়। ওদের কে গ্রেপ্তার করে জয়নগর থানার পুলিশ ওদের রাতেই জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। পাশাপাশি উদ্ধার করে নাবালিকাকে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কুলতলির কৃপাখালি এলাকার নবম শ্রেণির ছাত্রীর বয়স ১৪ বছর, কোন মারফত বেশ কিছু দিন আগে আলাপ হয় জয়নগর থানার গোদাবর

বাঁশতলার সুশান্ত মন্ডল নামে এক যুবকের সাথে। এর পরে প্রেম ও তার পরে একেবারে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে সুশান্তর জামাইবাবু নিমাই সর্দারের হাতচাড়ার বাড়ি থেকে বিবাহের ব্যবস্থা করা হয়। আর স্কুল পড়ুয়া এই নাবালিকার বিবাহের খবর পৌঁছে যায় জয়নগর ১ নং বিডিও সত্যজিত বিশ্বাস ও জয়নগর থানার আই সি রাকেশ চ্যাটজীর কাছে। আর তাঁর পরেই জয়নগর ১ নং বিডিওর প্রতিনিধি ও জয়নগর থানার এস আই বাসার সহ পুলিশ টিম বিয়ের মন্ডপে গিয়ে বিবাহ বন্ধ করতে সাহায্য করল। আর খুব শীঘ্রই এই বিষয়ে স্কুল গুলিতে সচেতনতা মূলক প্রচার করা হবে।

চল্লিশ লক্ষ টাকা প্রতারণা, প্রেফতার অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, মগরাহাট, ২৭ জানুয়ারি : অভিনব কায়দায় চল্লিশ লক্ষ টাকার ব্যবসায়িক প্রতারণার অভিযোগে প্রেফতার এক ব্যক্তি। ধৃতের নাম শামসুদ্দিন গাজী। বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট থানার নৈনান থেকে প্রেফতার করা হয় শামসুদ্দিনকে। ধৃতকে শুক্রবার ডায়মন্ড হারবার মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। এই ব্যক্তির প্রতারণার ফাঁদে পড়েছেন দক্ষিণ দিনাজপুরের কু মারগঞ্জ থানা এলাকার কয়েকহাজার মানুষ। পুলিশ ও স্থানীয় সশস্ত্র খবর, দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট থানার নৈনান এলাকার বাসিন্দা শামসুদ্দিন

আধুনিকীকরণ হচ্ছে সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির

কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি : দেশের উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় সীমান্ত এলাকায় শান্তি ফেরাতে সামরিক প্রকৃতি ও পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি স্থানীয় মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক বাড়াানের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে বলে পূর্বাঞ্চলীয় সেনা কমান্ডার লেফটেনেন্ট জেনারেল রানাপ্রতাপ কলিতা জানিয়েছেন। কলকাতা প্রেসক্লাবে আজ মিট দা প্রেস অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, সেনা বাহিনীর লাগাতার প্রচেষ্টায় সিকিম এবং অরুণাচল প্রদেশ এলাকায় স্থিতিবস্থা ফিরেছে। কিন্তু সেখানকার পরিস্থিতি নিয়ে সঠিক পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব নয়। তাই সেনাবাহিনী ওই এলাকায় সতর্ক দৃষ্টি রাখছে। পূর্বাঞ্চলীয় সেনা কমান্ডার আরও বলেন, ভারত-চীন সীমান্ত বরাবর কোনও কটীতার বা না থাকার কারণে একটি সমন্যায় রয়েছে। পাশাপাশি ভারত - চিন সীমান্ত বরাবর লেফট্যানেন্ট জেনারেল কলিতা জানিয়েছেন।

মধ্যপ্রদেশে বৃষ্টির কারণে ঠান্ডা বেড়েছে, স্কুলে ছুটি ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি : ভোপাল ও ইন্দোর সহ রাজ্যের ৬৬ টি জেলায় বৃষ্টির কারণে শীতের প্রকোপ আরও বেড়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে উজ্জয়িনী ও শাজাপুর জেলা প্রশাসন শুক্রবার স্কুলে ছুটি ঘোষণা করেছে। এই জেলাগুলি বাদে, রাজ্যের অন্যান্য ৪৯ টি জেলার স্কুলগুলি যথারীতি সময়মতো চলছে। উল্লেখ্য, বৃষ্টির কারণে দিনের তাপমাত্রা কমছে। এতে ঠান্ডার প্রভাব বেড়েছে। বৃহস্পতিবার ইন্দোরে সবচেয়ে বেশি ঠান্ডা ছিল। বৃহস্পতিবার আরও দিনের তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১৭.৮ ডিগ্রি। ভোপালে তাপমাত্রা ছিল ১১.৪ ডিগ্রি। উজ্জন, ধর, গুনা, রাজেন্দ্র, নওগায় তাপমাত্রা খুবই কম ছিল। এখানে তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রির নিচে রেকর্ড করা হয়েছে। ভারী বৃষ্টি ও খারাপ আবহাওয়ার কারণে আজ উজ্জব্রীনেও নার্সরি থেকে অষ্টম পর্যন্ত স্কুলে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। শাজাপুরেও পঞ্চম দিন পর্যন্ত ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। কালেক্টর দীনেশ জৈনও এই নির্দেশ জারি করেছেন। যা জেলার সকল সরকারি-বেনরকারী বিদ্যালয়ে প্রযোজ্য হবে। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, শুক্রবার ভোপাল-ইন্দোর, গোয়ালিয়র, জবলপুর সহ রাজ্যের ৬৩ টি জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বর্ষাকাল চলবে।

৪৬তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা চলাকালীন বিশেষ পরিষেবা চালাবে মেট্রো

কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি : শহরের সকল বইপ্রেমীদের জন্য সুখবর! মেট্রো ৬১.০১.২০২৩ থেকে ১২.০২.২০২৩ পর্যন্ত পূর্ব- পশ্চিম করিডোরে (গ্রীন লাইন) অতিরিক্ত পরিষেবাগুলি চালাবে বইপ্রেমীদের সুবিধার্থে। যারা ৪৬ তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা দেখতে যাবেন, যা সপ্টলেকের বইমেলা প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হবে। ৬০ জনুয়ারি থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত। ২ বছরের করোনা কাল পেরিয়ে এবছর রেকর্ড ভিড ও ব্যবসার আশায় উদ্যোক্তারা। আর বইপ্রেমীদের সুবিধার জন্য বইমেলার কয়েকদিন বাড়তি মেট্রো চলবে ইস্ট-ওয়েস্ট রুটে । অর্থাৎ শিয়ালদহ থেকে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত অতিরিক্ত মেট্রো পালেন জনগণ। ফলে বইমেলা যাওয়া কিংবা ফেরার জন্য ভাবনা নেই আর। ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর তরফে শুক্রবার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে, আগামী ৬১ জানুয়ারি থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাড়তি মেট্রো চালানো হবে। অন্যান্য দিন ১০৬ টি মেট্রো চলে। বইমেলা উপলক্ষ্যে চলবে ১২০ টি ট্রেন। এই কয়েকদিনের মধ্যে ৫ ও ১২ ফেব্রুয়ারি রবিবার। এমনিতে রবিবার এই রুটে মেট্রো না চলেও এই দুই রবিবার চলবে মেট্রো। আপ ও ডাউনে ৪০ টি করে মোট ৮০ টি মেট্রো চলাবে। এছাড়া অন্যান্য দিনেও মেট্রোর সময়সূচিতে বদল হচ্ছে। চলবে বাড়তি মেট্রো। সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত মেট্রো সেই সময়ের মধ্যে গ্রীন লাইনে ১২০ টি পরিষেবা (৬০ টি পূর্ববাউন্ড এবং ৬০ টি পশ্চিমবাউন্ড) চালাবে (১০৬ টি ঘণ্টা যাবার পরিবর্তে)। এই লাইনে মেট্রো পরিষেবা ০৬.৫০ ঘণ্টা থেকে পাওয়া যাবে। (০৬.৫৫ ঘটনার পরিবর্তে) থেকে ২২.০০ ঘণ্টা। পূর্ব-পশ্চিম করিডোরে (গ্রীন লাইন) মেলার দিনগুলিতে ১৪.৪০ ঘণ্টা থেকে ২১.১৯ ঘণ্টা (১৬.৫৫ ঘণ্টা থেকে ২০.০০ ঘটনার পরিবর্তে) ১২ মিনিটের ব্যবধানে পরিষেবাগুলি চালানো হবে। প্রথম পরিষেবা ০৬.৫০ টায়। শিয়ালদহ থেকে সপ্টলেক সেক্টর ৫ পর্যন্ত (০৬.৫৫ ঘটনার পরিবর্তে)। ০৭.০০ টায়। সপ্টলেক সেক্টর ৫ থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত (কেনও পরিবর্তন নেই) শেষ পরিষেবা : ২১.৬৫ টায়। শিয়ালদহ থেকে সপ্টলেক সেক্টর ৫ পর্যন্ত (কেনও পরিবর্তন নেই) ২১.৪০ টায়। সপ্টলেক সেক্টর ৬ থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত (কেনও পরিবর্তন নেই) রবিবারেমেট্রো ০৫.০২.২০২৩ এবং ১২.০২.২০২৩, উভয় রবিবার গ্রীন লাইনে ৮০টি পরিষেবা (৪০ টি পূর্ববাউন্ড এবং ৪০টি পশ্চিমবাউন্ড) চালাবে। এই লাইনে মেট্রো পরিষেবা ১২.৫০ ঘণ্টা থেকে ২২.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে। ১৪.৪০ ঘণ্টা থেকে ২১.১৯ ঘণ্টা পর্যন্ত ১২ মিনিটের ব্যবধানে পরিষেবাগুলি চালানো হবে। পূর্ব- পশ্চিম করিডোরে (গ্রীন লাইন) মেলার দিনগুলিতে প্রথম পরিষেবা ১২.৫০ টায়। শিয়ালদহ থেকে সপ্টলেক সেক্টর ৫ পর্যন্ত ১৩.০০ টায়। সপ্টলেক সেক্টর ৫ থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত শেষ পরিষেবা ২১.৬৫ টায়। শিয়ালদহ থেকে সপ্টলেক সেক্টর ৫ পর্যন্ত ২১.৪০ টায়। সপ্টলেক সেক্টর ৫ থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত।

সুকান্তনগরে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, আগুনে আহত বেশ কয়েকজন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার রাতে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে বিধাননগরের সুকান্তনগর এলাকায় অবস্থিত একটি বাড়িতে আগুন লাগে । স্থানীয় সূত্রে খবর, আচসকা বিস্ফোরণে কৈঁপে ওঠে এলাকা। এরপরই আগুন ধরে যায় একটি বাড়িতে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাতে এলাকাবাসীরা আচমকই ‘বাঁচাও বাঁচাও’ চিকার শুনতে পেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন। এদিকে, লড়া পাখ্য থাকায় আগুনের তীব্রতা বাড়তে থাকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের দুটি ইঞ্জিন। ঘণ্টা দেড়েকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনো। এদিকে, আগুন নেভাতে গিয়ে আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। অমিত দাস, দীপক দাস, বৃন্দানা চক্রবর্তী, সত্য ও কমল দাস। তাঁরেকের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কী থেকে আগুন লেগেছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, গ্যাস সিলিন্ডার ফেটেই আগুন লেগেছে। এদিনও এলাকায় আতঙ্ক রয়েছে।

মদের ঠেক ভাঙল মহিলারা

দুরন্ত বার্তা, কাকদ্বীপ, ২৭ জানুয়ারি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কাকদ্বীপ থানার অন্তর্গত নারায়ণপুর চতুর্থ থেরিতে এক গৃহস্থের বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে রমরমিয়ে চলছিল বেআইনি বাল্য মদের ব্যবসা। সেখানে গ্রামের বহু পুরুষ মানুষ মদ খেতে আসতো। আর এই মদ খেয়েই বাটিতে গিয়ে নানা ধরনের অশান্তি করতো। আর সেই কারণেই এবার গ্রামের মহিলারা এই অশান্তি বন্ধ করতে মদের ঠেক ভাঙার জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন। শুক্রবার গ্রামের মহিলারা একত্রিত হয়ে নামখানা শ্রমজীবী মহিলা সমিতির নেতৃত্বে ওই বেআইনি মদের ঠেক ভাঙচুর করেন। এলাকার মহিলাদের অভিযোগ নারায়ণপুর চতুর্থ থেরিতে ওই গৃহস্থের বাড়ি থেকে মদ খেয়ে গিয়ে পুরুষেরা দীর্ঘদিন ধরে বাড়ির মহিলাদের উপর অমানবিক শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে। এছাড়াও যে গৃহস্থের বাড়িতে বেআইনিভাবে বাংলা মদ বিক্রি করা হয় সেই বাড়ির পাশেই রয়েছে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। তাই অবিলম্বে ওই বেআইনি বাল্য আদায়ের ব্যবসা বন্ধ করতে সর্ববর হয় ওই এলাকার মহিলারা। খবর দেওয়া হয় নামখানা শ্রমজীবী মহিলা সমিতিতে। শুক্রবার হঠাৎ নামখানা শ্রমজীবী মহিলা সমিতির সদস্যরা হানা দেয় নারায়ণপুর চতুর্থ থেরিতে ওই বাংলা মদ বিক্রি করা গৃহস্থের বাড়িতে। তারপরে এই বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ১৭ টি বাংলা মদের বোতল। ঘটনার খবর পেয়ে কাকদ্বীপ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

হাওড়া ডিভিশনে ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি : ব্যান্ডেল- কাটোয়া বিভাগে সোমরাবাজার এবং বেহুলা স্টেশনের মধ্যে এলসি নং ৭৬ সিহিতে রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য, ২৯.০১.২০২৩ (রবিবার) ১৩ ঘটনার জন্য ট্রাফিক এবং পাওয়ার ব্লকের পরিকল্পনা করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, ট্রেন চালালে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করা হয়েছে ২৮.০১.২৬ (শনিবার) ইএমইউ ট্রেন বাতিল হাওড়া থেকে- ৬৭৯২৫। ব্যান্ডেল থেকে- ৬৭৭৫৭২৯.০১.২০২৩ (রবিবার) ইএমইউ ট্রেন বাতিল হাওড়া থেকে-৬৭৯১১, ৬৭৯১৬, ৬৭৯১৫, ৬৭৯১৭, ৬৭৯১৯ এবং ৬৭৯২১। ব্যান্ডেল থেকে- ৬৭৭৪৭, ৬৭৭৪৯, ৬৭৭৫১, ৬৭৭৫৬ এবং ৬৩১১১। কাটোয়া থেকে-৬৭৯১৪, ৬৭৯১৬, ৬৭৯১৮, ৬৭৯২০, ৬৭৯২২, ৬৭৯২৪, ৬৭৯২৬, ৬৭৯২৮, ৬৭৯৩৬, ৬৭৭৪৬, ৬৩১১২, ৬৭৭৫০ এবং ৬৭৭৫২। মেলএক্সপ্রেস ট্রেন বাতিল- ১৬৪৬৫১৬৪৬৬ হাওড়া-মালদা-হাওড়া ইস্টার্সিটি এক্সপ্রেস ২৯.০১.২০২৩)। ২৯.০১.২৬ (রবিবার) তারিখে মেলএক্সপ্রেস ট্রেনের পুনঃনির্ধারণ ১৬১৪১ ইউপি ডিভি তোসাঁ এক্সপ্রেস শিয়ালদহ থেকে ১৯.০০ টায় ছাড়বে। ১৪.৪৫ ঘটনার পরিবর্তে ০৬০০৬ ইউপি হাওড়া-আজিমগঞ্জ স্পেশাল হাওড়া থেকে ১৮.৪০ ঘণ্টা ছাড়বে। ১৬.০৫ ঘটনার পরিবর্তেমেল এক্সপ্রেস ট্রেনের ডাইভারশন ১৫৬৪৩-আপ পূরী-কামাখ্যা এক্সপ্রেস ব্যান্ডেল-বর্ধমান- রামপুরহাট-নলহাটি-আজিমগঞ্জ হয়ে ব্যান্ডেল, বর্ধমান এবং রামপুরহাটে স্টপেজ দিয়ে ডাইভার্ট করা হবে। ০২৫১৮ স্কগ গুয়াহাটিকলকাতা গরীব রথ স্পেশাল আজিমগঞ্জ- নলহাটি-রামপুরহাট - বর্ধমান-ব্যান্ডেল, বর্ধমান এবং রামপুরহাটে স্টপেজ সহ ব্যান্ডেল হয়ে ডাইভার্ট করা হবে। তাছাড়া, ব্যান্ডেলে ৬৭৯২৬ ও ২০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রণ করা হবে। ২৯.০১.২৬ (রবিবার) বিশেষ ইএমইউ স্থানীয় পরিষেবা যাত্রীদের সুবিধার জন্য, ২৯.০১.২৬ তারিখে কাটোয়া এবং নবদ্বীপখামের মধ্যে চার জোড়া ইএমইউ স্পেশাল চলবে। কাটোয়া-নবদ্বীপখাম ইএমইউ স্পেশাল কাটোয়া থেকে ০৭.৪৫ ঘণ্টা, ১০.৩৫ ঘণ্টা, ১৪.৪৫ ঘণ্টা ছাড়বে। ১৭.৬৫ ঘণ্টা। নবদ্বীপখামে পৌঁছাতে ০৮.৩০ ঘণ্টা।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দূরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ৫৯ সংখ্যা, শনিবার, ১৪ মাঘ, ১৪২৯

মাদক

বিশ্বেক মাদক মুক্ত করা খুবই কঠিন হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। আফগানিস্তান আমেরিকা এবং রাশিয়ার আক্রমণ করার মূল লক্ষ্যই ছিল মাদক পাচার বন্ধ করে দেওয়া। আফগান মাদক সারা বিশ্বের তরুণ সমাজকে একেবারে ধ্বংস করে দিয়ে উদ্ভ্যাত হয়েছিল। সেই কারণে আমেরিকার সরকার সেনা পাঠায় এবং তালিবানদের জামানার অবসান ঘটায়। তারপরে প্রশ্ন থেকে যেতে পারে কেন আবার তালিবানদের হাতে আফগানকে তুলে দিল আমেরিকা সরকার। আমেরিকা সরকারের কাছে দোহাতে চুক্তি করে বলেছে এতীতে তালিবান সরকারকে আর দেখতে পাওয়া যাবে না। তালিবানরা এখন আমেরিকার সঙ্গে শত্রুতা করবে না এবং নয়। আফগান তৈরি করতে আমেরিকার সহযোগিতা নেওয়া হবে। তাতেই আমেরিকা খুশি হয়ে তালিবানদের হাতে আফগান তুলে দেয়। কিন্তু মাদক পাচার বন্ধ করা যায়নি। এখনও আফগান সীমান্ত দিয়ে মাদক সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। ব্রাজিল দেশটা তো মাদকের ওপরে নির্ভর করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জঙ্গি এবং মাদক এখন বিশ্বে আতঙ্কে পরিণত হয়েছে। জঙ্গিদের হাত থেকে যেমন পাকিস্তান রক্ষ পাচ্ছে না। ঠিক সেই রকম বিশ্বের বহু রাষ্ট্র মাদকের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে না। নিতা নতুন মাদক একে উপস্থিত হতে শুরু করে দিয়েছে। চিন দেশেও আগে মাদক পাচার চক্র সক্রিয় ছিল। এখনও বহু চিনা নাগরিকেরা নেশা করে থাকে রোজ। নেশা ছাড়া তারা নিজেদের রক্ষা করতে পারে না। জাপান বহু কষ্ট করে মাদককে বিদায় দিতে পেরেছে। তার ফলে জাপান আজকে প্রযুক্তি বিজ্ঞানে এগিয়ে রয়েছে। কোরিয়া, হংকং এবং সিঙ্গাপুর একটি সময়ে মাদকের কেন্দ্র হিসাবে খ াত ছিল। কিন্তু আজকে তার অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। থাইল্যান্ডেও মাদকের চলন ছিল প্রচুর। সেখানকার সরকার এ ব্যাপারে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে। তার ফলে মাদক বিক্রি করা এবং পাচার করা আন্তর্জাতিক অপরাধে পরিণত হয়েছে। আন্তর্জাতিক মাদক দিবস পালন করলো কলকাতা পুলিশ। ১৯৮৯ সাল থেকে প্রতি বছর ২৬ জুন পালিত হয়ে আসছে আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস। জাতিসংঘ এই দিবসটি পালন করতে প্রতিটি রাষ্ট্রকে অনুরোধ করে। যার ফলে সারা বিশ্ব জুড়ে এই দিবস নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হয়ে আসছে। চিন দেশে প্রথম আফিম যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ২৫ জুন ১৮৩৯ সালে। ২৬ জুন ১৯৮৭ সালে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত মাদকবস্ত্ববোর অপব্যবহার এবং অবৈধ পাচার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। তার মধ্যে ছিল মাদক গ্রহণ এবং পাচার সংক্রান্ত আইন। আফগান এবং আফ্রিকা থেকে মাদক তৈরি হয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। আফগান মানুষদের রোজগারের পথ ছিল মাদক নির্মাণ। সেই মাদক চোর। পথ দিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। বিশেষ করে আমেরিকার তরুণ সমাজে। তারা মাদক সেবন করতে বেপরোয়া জীবন যাপন করতে থাকে। আমেরিকার সরকারের কাছে এ ব্যাপারে বরষ থাকলেও কড়া হাতে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারছিল না। আমেরিকার আফগান আক্রমণ করার একমুখ কণা কারণ ছিল মাদক বন্ধ করা এবং লাদেনের খোঁজ করা। আমেরিকার তরুণ সমাজকে বাঁচাতে গেলে প্রয়োজন ছিল আমেরিকাতে মাদকের প্রবেশ বন্ধ করার। ব্রিটেন সরকারও এ ব্যাপারে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ইংল্যান্ডের তরুণরা একটি সময়ে মাদকে আসক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু ব্রিটিশ শাসকের দ্রুততার সঙ্গে তার এখন সেখানে মাদক তরুণ সমাজে মাদক সেবন বন্ধ করে দিতে সক্ষম হয়। ব্রিটেনে মাদক সেবন করে ধরা পড়তে তার কঠিন শাস্তি। মাদক সেবন করতেন আর্জেণ্টিনার বিখ্যাত খেলোয়াড় মারাদোনা। তিনি মাদক সেবন করে ফুটবল না খেললেও পরবর্তী কালে মনের হতাশা কাটাতে মাদক গ্রহণ করতেন। এর জন্য তিনি শাস্তি ভোগ করেছিলেন এবং কারাবাসও করেন। তিনি আবার কমিউনিস্ট নেতা ফিদেল কাস্ত্রো এবং চে গুয়েভারার ভক্ত ছিলেন। ফিদেল কাস্ত্রো যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন মারাদোনা মাদক গ্রহণ করেননি। বর্জন করেছিলেন। কিন্তু ফিদেল কাস্ত্রো কাটা মারা যেতেই মারাদোনা মাদক গ্রহণ করতে থাকেন। প্রতিটি ধর্মের মধ্যে লেখা রয়েছে মাদক সেবন করা অন্যায়। এখনও হিন্দুদের বহু পুজোকে কেন্দ্র করে চলে মাদক সেবন উৎসব। বলা হয় মাদক সেবন না করলে পুজো সিদ্ধ হয় না। ভারত সরকার এ ব্যাপারে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ভারতের মাদক পাচার বেশি হতে দেখা গিয়েছে মুম্বই শহরে। সেখ ানকার অন্ধকার জগতের ডনরা মাদক কারবারে সঙ্গে যুক্ত ছিল। শিবসেনার নেতা বালাসাহেব এসেই মাদক কারবার একেবারে বন্ধ করে দিলেন। সাট্টা খেলা বন্ধ হল। তার ফলে মুম্বই জগতের সেরা জন মাউদ মুম্বই তাগ করে পাকিস্তানে পাালিয়ে গেলেন। মুম্বই শহরকে অপরাধ থেকে মুক্ত করার পণ গ্রহণ করেছিলেন বালাসাহেব। শিবসেনা নেতা বাল থাকরে বহু সংগ্রাম করে তবেই মুম্বই থেকে অন্ধকার জগতে পরিষ্কার করতে সক্ষম হন। এখন তিনি নেই। তাঁর অবর্তমানের সুযোগ নিয়ে আবার মাদক পাচারকারীরা সংক্রিয় হয়ে শুরু করেছে। মুম্বই চলচ্চিত্র জগতের অন্যতম সেরা অভিনেতার শাহরুখ খানের পুত্র আরিয়ন ধরা পড়েছিলেন মাদক কাণ্ডে। ভারতের মাদক যাতে আসতে না পারে তার দিকে নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছে সরকার। এক সময়ে চিন দেশ মাদকে ডুবে থাকতো। তারা এখন সেখানে মাদক একেবারে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। মাদক বিশ্বে নিষিদ্ধ পণ্যে পরিণত হয়েছে। আমেরিকার হিপি সমাজ মাদক গ্রহণ করতো। সেই সব মাদক এখন বলতে গেলে বন্ধ। তবুও চোরাপথ দিয়ে ভারতে মাদক প্রবেশ করে। ভারত বালাসেনের সীমান্ত দিয়ে বহু মাদক কলকাতায় প্রবেশ করে। আবার ওই সব মাদক কলকাতায় বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়তে দেখা গিয়েছে। কলকাতার খিদিপুর, একবালপুর থেকে শুরু করে মেটিয়ারক্স অঞ্চলে মাদক মাঝে মধ্যে ধরা পড়ে। গোপন পথ ধরে আসে। কলকাতা পুলিশ থেকে শুরু করে ন্যারকোটিক্স বিভাগ খুবই সতর্ক।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী



কারো সাহায্য যখন তুমি না পাও, তখন পিতার কাছে যাও । সে তার সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে তোমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকবে। কৃতজ্ঞতাবোধ থাকতে হবে নচেৎ মানুষ সেই সন্তান

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, ভালো কাজে ভালো ফল আসবে। খ ারাপ কাজে খারাপ ফল পাওয়া যাবে। তাই জন্য খারাপ কাজ করলে চলবে না। চাই ভালো কাজ করার মানসিকতা। ভালো কাজের মানসিকতা লোকেরা জগতে বেশি উন্নতি করতে পারে। তিনি মহান হন। তাকে সবাই সম্মান করতে থাকে। তিনি সর্বজনের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠেন। তারাপীঠের মায়ের কাছ থেকে কাজ করার শক্তি চাইতে হবে। কাজ করার শক্তি গ্রহণ করে সারা দিন ধরে কাজ করে যেতে হবে। শরীরকে সুস্থ রেখে কাজ করতে হবে। সমাজের জন্য কাজ। দেশের জন্য কাজ। পরিবারের জন্য কাজ। মানুষের জন্য কাজ। সবার জন্য কাজ করে যেতে হবে। সমানের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। পিছনে পড়ে থাকা চলবে না। সাহসের ওপরে ভর করে এগিয়ে গিয়ে কাজ করতে হবে। উন্নত মানের কাজ করতে হবে। তাহেই বিকাশ লাভ করা সম্ভব। কর্ম করে যেতে হবে। কর্মের সঙ্গে কোনও রকমভাবে আপোষ করা চলবে না। যতদিন বাঁচি ততদিন কাজ করি। এটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের দৃষ্টিতে নারী

রবীন্দ্রকুমার শীল

দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বোসের আজাদ হিন্দ বাহিনীতে শক্তিশালী বাহিনী ছিল রানি ঝাঁসি বাহিনী। এই বাহিনীতে মহিলা সেনারা অংশ গ্রহণ করে। সুভাষ চন্দ্র বোস ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ কালে অনুভব করলেন যে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মহিলা যদি অংশ গ্রহণ করার অধিকার লাভ না করতে পারে তাহলে কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সফল হবে না। ভারতের স্বাধীনতা পূর্ণ লাভ করার পর মহিলাদের বড় ভূমিকা পালন করতে হবে। সেটা হচ্ছে দেশ গঠন করার দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব পালন করতে হবে একেবারে মায়ের মতো। দেশকে এবং দেশের জনগণকে একেবারে আপন সন্তানের মতো লালন পালন করতে হবে। তবেই ভারত আগামি দিনে মাতৃস্নেহের মধ্যে দিয়ে মহান ভারতে পরিণত হতে পারবে। সুভাষের এই মতকে সমর্থন করেছিলেন বিপ্লবী রাস বিহারী বসুও। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন আজাদ হিন্দ বাহিনীতে একটি মহিলা দলের প্রয়োজন রয়েছে। সেই মহিলা দলের নামকরণ হবে ভারতীয় সংগ্রামী বীরাঙ্গিনীর নাম দিয়ে। সেই কারণে রানী ঝাঁসি নামকে পছন্দ করে আজাদ হিন্দ বাহিনীর মহিলা সেনা দলের নামকরণ করা হয়েছিল ঝাঁসি ব্রিগেড। স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ কালে লেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনদাসের স্ত্রী বাসন্তী দেবীকে মা বলে ডাকতে শুরু করে দিয়েছিলেন সুভাষ। তিনি মনে করতেন বাসন্তী দেবী তাঁর পাশে থাকলে তিনি সঠিক পথ ধরে স্বদেশি সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে থাকবেন। সুভাষের গর্ভধারিনী মা প্রভাবতী দেবী বাসন্তী দেবীকে বলেছিলেন, “আমি তো জন্ম দিয়েছি। আপনিতো আসল মা।” দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুর পর বাসন্তী দেবী স্বদেশি কাজে অংশ গ্রহণ করছিলে না। তখন প্রভাবতী দেবী তাঁকে তিরস্কার করেন। পরে বাসন্তী দেবী বিদেশি পণ্য বয়কট আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। নেতাজি বাসন্তী দেবীকে চিঠি লেখার শুরুতে ‘মা গো’ বলে সম্বোধন করতেন এবং চিঠির শেষে ‘ইতি অনেক স্নেহভাজন সেবক সুভাষ’ বলে শেষ করতেন। নেতাজি মহিলাদের ব্যাপারে আড়ষ্ট থাকলে তা কিন্তু পরবর্তীকালে কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন। তিনি অনুভব করতে পারলেন যে মহিলাদেরও

রয়েছে তা হল সশস্ত্র সংগ্রাম। প্রবল শক্তি সংগ্রহ করে ব্রিটিশ শক্তিকে আঘাত হানতে হবে। তবেই ব্রিটিশ সিংহাসন নড়েচড়ে উঠবে। সেই সময়ে একজন মহিলার সঙ্গে সুভাষের পরিচয় ঘটে। তাঁর নাম হল শ্রীমতি নাওমি ফেটার। শ্রীমতি নাওমি ফেটার এবং তাঁর স্বামী সুভাষের খুবই ভক্ত ছিলেন। তাঁর ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য



করেছিলেন। নাওমি ফেটার দোভাষীর কাজ করতেন। আমরা দেখতে পাই নাওমি ফেটার অস্ত্রীয়া কাণজে ভারতবর্ষকে নিয়ে বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ভারতবর্ষ সম্পর্কে জ্ঞান সঞ্চয় করেছিলেন সুভাষের কাছ থেকে। তিনি ফেটারকে ভারতবর্ষ কী রকম দেশ এবং তার ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি নিয়ে বহু আলোচনা করেছেন। সেই সব আলোচনার ওপরে ভিত্তি করে আরও বহু বই নিয়ে পাড়াশুনা করে ভারতবর্ষ সম্পর্কে অমূল্য প্রবন্ধ রচনা করে গিয়েছিলেন। সেই সব প্রবন্ধ পড়ে অস্ত্রীয়াবাসীরা ভারতবর্ষ সম্পর্কে জানতে পারে। ভারতবর্ষ সম্পর্কে কৌতুহলী হয়েছিল বিদেশিরা। ১৯৩৩ সালে সুভাষ চন্দ্রের সঙ্গে খুলে খেলো এবং ইংরেজ শক্তিকে প্রতিহত করতে গেলে তাদের সমতুল্য শক্তির সহযোগিতা খুবই প্রয়োজন। সুভাষের চোখ খুলে গিয়েছিল বিদেশি রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা কালে। তিনি সেখান থেকেই অনুভব করতে পেরেছিলেন ইংরেজ তাড়ানোর একটি মাত্র পথ খোলা

ুশি হবে কিনা তা নিয়ে একটি প্রশ্ন রাখা ছিল। সুভাষের সঙ্গে মেজবৌদির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল একেবারে মধুর। মেজবৌদি বিভাবতী দেবীকে উদ্দেশ্য করে লেখা বহু চিঠিতে সুভাষ হাস্যরসের উপস্থাপনা করেছেন। বর্মার মান্দালয়ে যখন নেতাজি রাজবন্দি ছিলেন তখন বিভাবতী দেবীকে লেখা বহু চিঠিতে ইয়াক্কি মশকড়া করেছেন।



সেই সময়ে জেলে আটক একজন রাজবন্দি তাঁকে জিলিপি ভেজে খ হিয়েছিলেন। “আমরা দুইহাত তুলে উনাকে আশীর্বাদ করলাম তিনি যেন চিরকালই জেলে থাকেন।” এই সব চিঠি পাঠ করলে সুভাষ এবং বৌদির পরম সুসম্পর্কের কথা জানতে পারা যায়। দেশকে স্বাধীনতা করার ক্ষেত্রে এই সুসম্পর্ক তৈরি হওয়াটা খুবই জরুরী ছিল সেটা এখন সবাই অনুভব করতে পারছে। মেয়েদের স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং বিপ্লবী সইগ্রামে অংশ গ্রহণ করা প্রয়োজন সেটা সুভাষ আগেই অনুভব করতে পেরেছিলেন। বাংলার অরবিন্দের বিপ্লবী আন্দোলন প্রাণুবয়স্ক হয়েছে। অরবিন্দের সময়ে যেসব বিপ্লবী দলে মহিলাদের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল পরবর্তীকালে স্বদেশি আন্দোলনের তাগিদে তা প্রত্যাহাত হতে শুরু করেছে। মহিলারা বিপ্লবী আন্দোলনে এবং মহাত্মা গান্ধির অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে শুরু

‘মধুসূদনের রচনার মধ্যে আধুনিকতা আমরা খুঁজে পেয়েছি’

বিশেষ প্রতিবেদক, ঢাকা

হে মহাকবি, যুগপ্রস্টা কাব্যপ্রেমিক মধুসূদন তুমি তোমার আপন সৃষ্টির মাঝেই সত্যত জগ্রতসাগরদাঁড়ির কপোতাক্ষ নদ পাড়ে শুরু হচ্ছে মধুমেলো। দেশ বিদেশের হাজারহাজার মানুষের পদচারণায় মুখরিত হয়ে ওঠবে দেশের দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চলের সবচেয়ে বড় এ মেলা। বাংলা সাহিত্যের প্রবাদ পুরুষ কেশবপুর উপজেলার কেশবপুরের চোয়ারম্যান এইচএম আমির হোসেন, কেশবপুর পৌরসভার মেয়র রফিকুল ইসলাম, প্রেসক্লাব যশোরের সভাপতি জাহিদ হাসান টুকুন, যশোর সন্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি ডি এম শাহিদুজ্জামান, যশোর জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক এড. মাহমুদ হাসান বুলু, আলীগ কেশবপুর শাখার সভাপতি এসএম রুহুল আমীন, যশোর বিজ্ঞ পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) এড. রফিকুল ইসলাম পিটু, আলীগ কেশবপুর ভক্তদের। বর্গিল সাঙ্গে সেজ্ঞেছে সাগরদাঁড়ি। মেলা উপলক্ষে আছে নানা কর্মসূচী। ইতোমধ্যে প্রশাসনের উদ্যোগে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে বলে জানা গেছে।মধুমেলার সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচী থেকে জানা গেছে, আজ মঙ্গলবার বিকেলে শোনিয়া সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে মেলার উদ্বোধন করবেন। বিশেষ অতিথি থাকবেন জাতীয় সংসদ সদস্য ইসলামত আরা সাদেক, সংসদ সদস্য শেখ আফিল উদ্দিন, সংসদ সদস্য মো. নাসির উদ্দিন, সংসদ সদস্য কাজী নারীল আহমেদ, সংসদ সদস্য রণজিৎ কুমার রায়,

নির্বাহী অফিসার ও মেলা উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব মো. মিজানুর রহমান জানান, মেলা সৃষ্ট ও সুন্দরভাবে উদযাপনের লক্ষেসাগরদাঁড়ির কপোতাক্ষ নদ পাড়ে শুরু হচ্ছে মধুমেলো। দেশ বিদেশের হাজারহাজার মানুষের পদচারণায় মুখরিত হয়ে ওঠবে দেশের দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চলের সবচেয়ে বড় এ মেলা। বাংলা সাহিত্যের প্রবাদ পুরুষ অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রবর্তক সনেট রচয়িতা মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের ১৯৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে মধুমেলার জন্য প্রস্তুত সাগরদাঁড়ি।যশোরের কেশবপুরের সাগরদাঁড়িতে উৎসবে মেতে ওঠবে মাইকেল মধুসূদনের হাজার হাজার ভক্ত। মূলত ২৫ জানুয়ারি মধুসূদনের জন্মদিন উপলক্ষে সাগরদাঁড়িতে সপ্তাহ ব্যাপি মধুমেলার আয়োজন জানুয়ারি প্রশাসনের উদ্যোগে সপ্তাহব্যাপী মধুমেলা শুরু হচ্ছে। মেলা উপলক্ষে কবির জন্মভূমির স্মৃতি বিজড়িত বালক কপোতাক্ষ নদ, জমিদার বাড়ির আশ্রকানন, বুড়োকাঠ বাদাম গাছতলা, বিদায় ঘাটসহ মধুপল্লী হাতছানি দিয়ে ডাকছে মধুসূদন ভক্তদের। বর্গিল সাঙ্গে সেজ্ঞেছে সাগরদাঁড়ি। মেলা উপলক্ষে আছে নানা কর্মসূচী। ইতোমধ্যে প্রশাসনের উদ্যোগে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে বলে জানা গেছে।মধুমেলার সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচী থেকে জানা গেছে, আজ ২৫ জানুয়ারি বিকেলে শোনিয়া সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে মেলার উদ্বোধন করবেন। বিশেষ অতিথি থাকবেন জাতীয় সংসদ সদস্য ইসলামত আরা সাদেক, সংসদ সদস্য শেখ আফিল উদ্দিন, সংসদ সদস্য মো. নাসির উদ্দিন, সংসদ সদস্য কাজী নারীল আহমেদ, সংসদ সদস্য রণজিৎ কুমার রায়,

সম্পন্ন হয়েছে।সাগরদাঁড়ির কপোতাক্ষ নদ পাড়ে শুরু হচ্ছে মধুমেলো। দেশ বিদেশের হাজারহাজার মানুষের পদচারণায় মুখরিত হয়ে ওঠবে দেশের দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চলের সবচেয়ে বড় এ মেলা। বাংলা সাহিত্যের প্রবাদ পুরুষ অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রবর্তক সনেট রচয়িতা মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের ১৯৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে মধুমেলার জন্য প্রস্তুত সাগরদাঁড়ি।যশোরের কেশবপুরের সাগরদাঁড়িতে উৎসবে মেতে ওঠবে মাইকেল মধুসূদনের হাজার হাজার ভক্ত। মূলত ২৫ জানুয়ারি মধুসূদনের জন্মদিন উপলক্ষে সাগরদাঁড়িতে সপ্তাহ ব্যাপি মধুমেলার আয়োজন জানুয়ারি প্রশাসনের উদ্যোগে সপ্তাহব্যাপী মধুমেলা শুরু হচ্ছে। মেলা উপলক্ষে কবির জন্মভূমির স্মৃতি বিজড়িত বালক কপোতাক্ষ নদ, জমিদার বাড়ির আশ্রকানন, বুড়োকাঠ বাদাম গাছতলা, বিদায় ঘাটসহ মধুপল্লী হাতছানি দিয়ে ডাকছে মধুসূদন ভক্তদের। বর্গিল সাঙ্গে সেজ্ঞেছে সাগরদাঁড়ি। মেলা উপলক্ষে আছে নানা কর্মসূচী। ইতোমধ্যে প্রশাসনের উদ্যোগে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে বলে জানা গেছে।মধুমেলার সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচী থেকে জানা গেছে, আজ মঙ্গলবার বিকেলে শোনিয়া সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে মেলার উদ্বোধন করবেন। বিশেষ অতিথি থাকবেন জাতীয় সংসদ সদস্য ইসলামত আরা সাদেক, সংসদ সদস্য শেখ আফিল উদ্দিন, সংসদ সদস্য মো. নাসির উদ্দিন, সংসদ সদস্য কাজী নারীল আহমেদ, সংসদ সদস্য রণজিৎ কুমার রায়,

প্রশাসক মো. আব্দুল আওয়াল, পুলিশ সুপার মঈনুল হক রিপিনএম পিপিএম, বাংলাশেখ আলীগ যশোর জেলা শাখার সভাপতি শহিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শাহীন চাকলাদার, কেশবপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এইচএম আমির হোসেন, কেশবপুর পৌরসভার মেয়র রফিকুল ইসলাম, সাবাদিক শ্যামল সরকার, আলোচকবৃন্দ রয়েছেন যশোর ইন্সটিটিউটের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক শেখ রবিউল আলম, প্রেসক্লাব যশোরের সভাপতি জাহিদ হাসান টুকুন, যশোর সন্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি ডি এম শাহিদুজ্জামান, যশোর জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক এড. মাহমুদ হাসান বুলু, আলীগ কেশবপুর শাখার সভাপতি এসএম রুহুল আমীন, যশোর বিজ্ঞ পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) এড. রফিকুল ইসলাম পিটু, আলীগ কেশবপুর শাখার সহসভাপতি তপন কুমার শেখ মটু, মাইকেল মধুসূদন ইন্সটিটিউশনের প্রাক্তন সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রফিকুল ইসলাম, সাগরদাঁড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কাজী মোস্তাফিজুল ইসলাম, সভাপতিত্ব করবেন খুলনা বিভাগীয় কমিশনার লোকমান হোসেন মিয়া। স্বাগত বক্তব্য দিবেন কেশবপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, গুনিজন, সমাজসেবকএবারের মেলায় কুটির শিল্প, গ্রামীণ পসারর পাশাপাশি সার্কাসের আয়োজন থাকবে। এছাড়াও প্রতিদিন সাগরদাঁড়ির মধু মেলা আয়োজনও থাকছে।উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও মেলা উদ্যাপন কমিটির সদস্য সচিব মো. মিজানুর রহমান জানান, মেলা সৃষ্ট ও সুন্দরভাবে উদযাপনের লক্ষে উৎসাহিত

গৃহসজ্জা

কোন রান্নায় কোন খুন্তি ব্যবহার করা উচিত? জেনে রাখুন হৈশেলের গোপন কথা

রান্নাঘর সাজাতে কে না ভালো বাসেন বলুন। সেই রান্নাঘর ইটালিয়ান হোক বা বাঙালি, তাতে হাতাখুন্তির ব্যবহার প্রয়োজন। তাই কোন খুন্তি কিসে ব্যবহার করা যেতে পারে তা নিয়ে বলব। একেক খুন্তির একেক গুণ। তাতেই হৈশেলের রান্না হয়ে ওঠে সুন্দর ও সহজ। তাই রান্না শখে করুন বা অভ্যাসে, খুন্তির প্রকার ও ব্যবহার সম্পর্কে জানা দরকার। এখন অনেক বাড়িতে ননস্টিকের প্যান ও কড়াই রান্নার জন্য ব্যবহার করে থাকেন। এমন ক্ষেত্রে কাঠের খুন্তি ব্যবহার করা উচিত। স্টিলের খুন্তি ব্যবহার করলে ননস্টিকের প্যান ও কড়াইয়ে ক্ষতি হয়। কাঠের খুন্তিতে অনায়াসেই রান্না করা সম্ভব। একটু অভ্যাসের প্রয়োজন। বাঙালির আবার কথা মাংস খাওয়ার অভ্যাস। মটন হোক বা চিকেন, সপ্তাহে একদিন মাংস না খেলেই নয়। এমন ক্ষেত্রে আবার স্টিলের খুন্তি ব্যবহার করা ভাল। তা মশলা কষাতে বেশ সাহায্য করে।

রান্নাও বেশ সুস্বাদু হয়। অল্প তেলে রান্না করতে ভালোবাসেন। তাহলে সিলিকনের খুন্তি ব্যবহার করতে পারেন। কড়াইয়ে মাছ কিংবা অন্য কোনও ভাজা অটকে গেলে তা এই খুন্তি দিয়ে সহজেই তোলা যেতে পারে। কেকের মিশ্রণ ফেটাতেও এই ধরনের খুন্তি ব্যবহার করা হয়। কোনও খাবারেই বাঙালির বিশেষ অরুচি নেই। হালফিলের এই শীতের সময়ে আবার গ্রিল করা খাবারের চল বেড়েছে। এমন খাবার তৈরির ক্ষেত্রে ফ্লিপার ব্যবহার করতে পারেন। সমান্তরাল চ্যাপ্টা খুন্তিকেই ফ্লিপার বলা হয়। এতে খাবার ওলটানো সহজ হয়। অনেক বাঙালি বাড়িতেই কেক তৈরির চল রয়েছে। এক্ষেত্রে কাজে দেয় স্পেডার। এর মাধ্যমে কেকের উপরে অনায়াসে ফ্রিম লাগাতে পারেন। ছাঁকনির মতো ছিদ্র যুক্ত গোল খুন্তি পাওয়া যায়। এতে লুচি বা অন্য কোনও ভাজা করতে বেশ সুবিধা হয়।



গৃহের সুখসমৃদ্ধিতে এই গাছ লাগান

মানুষের কর্মব্যস্ততার মধ্যে আজকাল যেন নিজদের জন্য সময় বের করতেই পারেন না। তার ফলে পরিবার, বন্ধুবান্ধব কাউকে আর বিশেষ সময় দিতে পারেন না তাঁরা। স্বাভাবিকভাবেই মানসিক অবসাদে ভোগেন। একাকীত্বের মতো নানা সমস্যাি যেন পিছু ধাওয়া করছে তাঁদের। ব্যস্ততা না হয় একরকম তার উপর আবার কর্মক্ষেত্র কিংবা বাড়িতে অশান্তি থাকলে তো আর কথাই নেই। জীবন নিমেষে হয়ে উঠতে পারে দুর্বিষহ। বিশেষজ্ঞরা বলেন, এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি দিতে পারে একমাত্র গাছ। ওই গাছগুলি লাগালে অশান্তির অন্ধকার কেটে সুখশান্তির আলোর রোশনাইতে ভরবে বাড়ি। কমবেশি প্রায় সকলের বাড়িতেই লাল জবা ফুলের গাছ থাকে। কিন্তু জানেন কি বাস্তব অনুযায়ী, লাল জবাগাছ

অত্যন্ত শুভ। বাড়িতে এই গাছ থাকলে তো কথাই নেই আর যদি না থাকে তাহলে উত্তর কিংবা পূর্ব দিকে জবা গাছ লাগান। দেখুন ইতিবাচক কিছু জীবনে ঘটবেই। গাাঁদা ফুলের গাছও বেশিরভাগ গৃহস্থ বাড়িতে দেখা যায়। বাড়িতে মাত্রাছাড়া অশান্তি থেকে রেহাই পেতে উত্তর কিংবা পূর্ব দিকে গাাঁদা ফুল গাছ লাগাতে পারেন। বাড়ির ছায়ে টবে কিংবা উঠানে চাঁপা ফুল গাছ লাগান। এই ফুলটি ও কিন্তু সৌভাগ্যের প্রতীক। আপনার বাড়ির সমস্ত অশান্তি দূর হবে। সুখসমৃদ্ধি যেন উপচে পড়বে



পরিবারে। বেল ফুল গাছ নিজের বাড়ির চৌধদ্দিতে লাগাতে ভুলবেন না। এই ফুলের গন্ধে মন ভাল হওয়ার পাশাপাশি অশান্তিও দূর করবে নিমেষে। পদ্মফুল, এই ফুল গাছ বাড়ির উত্তর- পূর্ব অথবা উত্তর কিংবা পূর্ব দিকে লাগাতে ভুলবেন না। বাস্তবাস্থবিদরা বলেনছেন, এই গাছগুলি লাগালে অশান্তি দূর হবে নিমেষেই।

মহারാষ্ট্রের জেল থেকে ১৮৯ বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে প্রজাতন্ত্র দিবসে

মুম্বই, ২৭ জানুয়ারি : প্রজাতন্ত্র দিবসে মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন কারাগারে বন্দি ১৮৯ জন বন্দিকে নতুন জীবন বাপনের জন্য মুক্তি দেওয়া হয়েছে। বন্দিদের বয়স, কারাগারে কাটানো সময়, তাদের অক্ষমতা এবং কারাগারে তাদের আরগণের পাশাপাশি তাদের স্বাস্থ্য বিবেচনায় রেখে এই মুক্তি দেওয়া হয়। ১৬২ মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দি তাদের ৬৭ সাজা ভোগ করেছেন। মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দিদের মধ্যে একজন এতটাই দরিদ্র ছিল যে সে জরিমানা দিতে পারেনি এবং তাকে কারাগারে থাকতে হয়েছিল। পুনের ইয়েরওয়াদা জেল ইনস্টিটিউশনে মতে, তাদের সেন্ট্রাল জেল থেকে ২০ জন, নাসিক এবং নাগপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে ৩৫ জন, নাভি মুম্বইয়ের তালোজা সেন্ট্রাল জেল থেকে ১৬, থানে সেন্টার জেল থেকে ১১ এবং মুম্বই সেন্ট্রাল জেল থেকে ৪ জনকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উদ্‌যাপনের সময়, কেন্দ্রীয় সরকার কিছু শ্রেণীর বন্দিদের তাদের ভাল আচরণ চিত্র, অক্ষমতা, অসুস্থতা ইত্যাদির পরিবর্তনের ভিত্তিতে বিশেষ ছাড় দিয়েছে, তবে মুক্তির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

ডিজিটাল মাধ্যম থেকে দূরে থাকার পরামর্শ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি : ছাত্র-ছাত্রীদের ডিজিটাল মাধ্যম থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বললেন, ‘‘প্রত্যেক বাড়িতেই একটা করে ‘টেকনোলজি ফ্রি জোন’ রাখা উচিত।’’ প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ, সেই ‘প্রযুক্তি বর্জিত অঞ্চলে’ মোবাইল, কম্পিউটার-সহ সব যন্ত্র ব্যবহার বন্ধ থাকবে। শুক্রবার পরীক্ষা-পে-চর্চা অনুষ্ঠানের যষ্ঠ সংস্করণে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, ভারতে মানুষজন স্ক্রীনেই গড়ে ৬ ঘণ্টা কাটায়, এটা চিন্তার বিষয়। কেন গ্যাঞ্জেটের দাস অন্ত্র? যখন ঈশ্বর আমাদেরকে আপার সম্ভাবনা-সহ একটি স্বাধীন হস্তিৎ এবং বাক্তিত্ব দিয়েছেন? সপ্তাহে এক দিন কিংবা দিনে কয়েক ঘণ্টা ডিজিটাল মাধ্যম থেকে দূরে থাকার অভ্যাস তৈরি করারও পরামর্শ দেন তিনি। এ প্রসঙ্গে নিজের উদাহরণ টেনেছেন প্রধানমন্ত্রী। বলেছেন, ‘‘আমার হাতে কখনও মোবাইল দেয়েছেন? আমি কিন্তু সামাজিক মাধ্যমে খুব সক্রিয়। কিন্তু আমি সে জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সূচি বেঁধে দিয়েছি।’’ পরীক্ষা ভীতি বূঁধ করতে ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে এদিন প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, সত্য বলার অভ্যাস পরিবর্তন করবেন না। যদি পরীক্ষা ভাল না হয়, তাহলে আপনাদের ভাগ করা উচিত। পরীক্ষা যেন আমাদের জীবন উদ্‌যাপনের উৎসবে পরিণত হয়। কারণ আমরা যখন উদ্দামী হই, তখনই আমরা সফল হতে পারি।

ভারতে করোনা-সংক্রমণ কমে ৯৯, আরও নিম্নমুখী সক্রিয় রোগীর সংখ্যা

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি : ভারতে করোনাভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ ফের কিছুটা কমান। বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৯৯ জন, এই সময়ে মহারাষ্ট্র মুক্ত্য হয়েছে একজনের। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায়



ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৯৯ জন, একজনের মৃত্যুর পর ভারতে এখনও পর্যন্ত করোনায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৫,০৩,৭৩৯ জনের। আরপিএফ, টেরিটোরিয়াল আর্মি, সংখ্যা কমে ১ হাজার ৮৯৬-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাসীন রয়েছেন ভারতে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৪৯,৮০২ জন করোনা- রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৪,৪৬,৮২,৪৩৭-এ পৌঁছেছে। এদিকে, দেশব্যপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৩৪ হাজার ৮৩৫ জন প্রাপক, ফলে ভারতে শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,৩৬,০২,৪৫৯। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৬ জানুয়ারি সারা দিনে ভারতে ৯৪,৫৩৪ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যান্‌সেল টেস্ট করা হয়েছে।

সিন্ধুনদীর জল নিয়ে পাকিস্তানের উপর চাপ বাড়াল ভারত

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি : দুই প্রতিবেশী দেশের দীর্ঘ দিনের সমস্যা। নানা সময়ে বিষয়টি উঠেছে। কিন্তু কোনও সমাধানসূত্র বেরিয়ে আসেনি। অবশেষে সিন্ধু জলচুক্তি নিয়ে পাকিস্তানকে নোটিস পাঠাল ভারত। এর আগে পাকিস্তানের আপত্তিতে বেশ কিছু সংশোধন বহুদিন ধরে আটকে রয়েছে। দীর্ঘ ৬২ বছর ধরেই এই চুক্তি নিয়ে জটিলতা অব্যাহত। এই মুহূর্তে ঋণভারে, অর্থান্ধারে জর্জরিত পাকিস্তান। সেখানকার জনজীবন বিপর্যস্ত। বৈদেশিক সম্পর্কগুলিকে নাড়াচাড়া করে দেখছে তারা। সাহায্য প্রার্থনা করছে। ঠিক এই পরিস্থিতিতেই সিন্ধুনদীর জল নিয়ে ইসলামাবাদের উত্তর চাপ বাড়াল সিন্ধি। জানা গিয়েছে, ২৫ জানুয়ারি সিন্ধু জলচুক্তিতে পরিবর্তন আনতে পাকিস্তানকে নোটিস পাঠিয়েছে ভারত। দুটি হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রকল্পের সমস্যা সমাধানের জন্য



পাকিস্তানকে পদক্ষেপ করার বিষয়ও উল্লেখ করা হয়েছে সেই নোটিসে। এই বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য ইসলামাবাদকে ৯০ দিন সময় থেকে উৎপন্ন হয়ে লাদাখ বা কাশ্মীরের মধ্যে দিয়ে বয়ে গিয়েছে। কিন্তু নদী পশ্চিমে গিয়ে পাকিস্তানে আহ্নান জানিয়েছে ভারত। ১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বরে ভারত - পাকিস্তানের মধ্যে এই সিন্ধু-জলচুক্তি হয়েছে। ভারতের তকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল

নেহরু এবং পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মহম্মদ আয়ুব খান সেই চুক্তিতে স্বাক্ষর করছিলেন। বহু নদী হিমালয় পর্বতের বিভিন্ন অংশ থেকে উৎপন্ন হয়ে লাদাখ বা কাশ্মীরের মধ্যে দিয়ে বয়ে গিয়েছে। কিন্তু নদী পশ্চিমে গিয়ে পাকিস্তানে পড়েছে, কিছু নদী এসেছে পূর্ব দিকে। এই সব নদীর জলবন্দি ও নদীর উপর বিভিন্ন প্রকল্প সংক্রান্ত বিষয়েই চুক্তি হয়েছে দুই দেশের মধ্যে। দুই দেশের জলবন্দিনের

৭৪ তম প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করল উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে



মালিগাঁও, ২৭ জানুয়ারি : উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে উপযুক্ত পদ্ধতিতে ৭৪ তম প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করা হয়। মালিগাঁওয়ে এনএফআরএসএ কমপ্লেক্সে কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। রেলওয়ে অধিকারিকরা ও তাদের পরিবারবর্গের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন করেন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার অনশুল গুপ্তা। আরপিএফ, টেরিটোরিয়াল আর্মি, সিভিল ডিফেন্স এবং ভারত স্টাউটস অ্যান্ড গাইডসের দ্বারা অনুষ্ঠিত মার্চ-পার্স পদিরদশন করেন জেনারেল ম্যানেজার। এছাড়াও প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পাঁচটি ডিভিশনেই যথা তিসুকুিয়া, রংপুর, রঙিয়া, আলিপুরদুয়ার ও কাটিয়ারে পালন করা হয়। ডিভিশনগুলিতে রেলওয়ে অধিকারিকদেরও উপস্থিতিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন সংশ্লিষ্ট ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজাররা। অনুষ্ঠানে ভাষণ প্রসঙ্গে

সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা উদ্বোধন করা হাওড়া ও নিউ জলপাইগুড়ির মধ্যে চলাচল করা বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের কথাও উল্লেখ করেন। এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত সময়সীমায় উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ৫৫০০ কোটি টাকা মোট আয় করে বলে উল্লেখ করে জেনারেল ম্যানেজার জানান যে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় এই আয় ২৫ শতাংশ অধিক। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত সময়সীমায় পণ্য লোডিঙের ক্ষেত্রে ২১ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটেছে এবং যাত্রী রাজস্ব হিসেবে প্রায় ১৮০০ কোটি টাকা উপার্জন হয়েছে। জেনারেল ম্যানেজার আরও বলেন যে প্রথমবারের জন্য এনএফআর হেড কোয়ার্টারে অনুষ্ঠিত রোজগার মেলা বিরাট সাফল্য লাভ করেছে। ২০২২ সালের অক্টোবর, নভেম্বর মাস ও ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে রোজগার মেলা চলাকালীন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা আরআরবি, আরআরসি ও সিঞ্জিএ-এর মাধ্যমে মোট ৬৯৮ টি নতুন ইলেক্ট্রি পেয়েছেন। বিগত নয় মাসে সুরক্ষা ও পরিচালনার দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ২১টি স্টেশনে ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেম প্রদান করা হয়েছে, ১৬টি মানবজ্বত লেভেল ক্রসিং গোট বিলুপ্ত করা

হয়েছে এবং ৭টি রোড ওভার ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে। এই একই সময়সীমার মধ্যে ৩৩৪.০৫ কিঃ মিঃ রেল নবীকরণ ও ১২৬.৪৩ কিঃ মিঃ সিগ্নাল নবীকরণ সম্পূর্ণ করা হয়েছে। ট্রেন ও হাতির সংঘর্ষ প্রতিরোধ করতে বিশ্বে প্রথম বারের জন্য এআই ডিজিট এলিফেন্ট প্রোটেকশন সিস্টেম চালু করার সম্পর্কেও জেনারেল ম্যানেজার উল্লেখ করেন। নিজের ভাষণে জাতীয়আন্তর্জাতিক স্তরে ক্রমাগতভাবে সুনাম অর্জন করা উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ক্রীড়াবিদদের সম্পর্কে জেনারেল ম্যানেজার বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। ভারতীয় বক্সিং চিমের প্রতিনিধিত্বকারী এবং পদকজয়ী উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ক্রীড়াবিদ মিস ভাগবতী কছারির কৃতিত্ব সম্পর্কে উল্লেখ করেন তিনি। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তঃরেলওয়ে টুর্নামেন্টে পদকজয়ী উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সাইক্লিস্ট, বক্সার ও ওয়েটলিফটারদের কৃতিত্ব সম্পর্কেও তিনি উল্লেখ করেন। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ওমেনস ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সদস্যরা মালিগাঁওস্থিত কেন্দ্রীয় চিকিৎসালয়ে ভর্তি থাকা রোগীদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করেন।

যাত্রীদের জন্য জি ২০ লোগো যুক্ত নতুন স্মার্ট কার্ড চালু মেট্রোর

কলকাতা, ২৭ জানুয়ারি : মেট্রো রেল আজ থেকে তাদের চালু থাকা তিনটি করিডরের যাত্রীদের জন্য জি ২০ লোগো যুক্ত নতুন স্মার্ট কার্ড চালু করেছে। মুখ্য অপরেশন ম্যানেজার চন্দ্ৰিমা রায় শুক্রবার কালীঘাট মেট্রো স্টেশনে এক যাত্রীর হাতে এই কার্ড ভুলে দেন। এই ধরনের এক লাখ কার্ড বিভিন্ন বুকিং কাউন্টার থেকে বিক্রি করা হবে বলে মেট্রোর তরফে এদিন এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান হয়েছে। উল্লেখ্য রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব গত ৩০ ডিসেম্বর জোকা তারাতলা লাইন চালু করার সময় এই কার্ডের সূচনা করেছিলেন।

হাওড়া- হাতিয়া এক্সপ্রেস চড়ীলে পরীক্ষামূলক স্টপেজ

কলকাতা, ২৭ জানুয়ারিঃ যাত্রীদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে ১৮৬১৫-১৮৬১৬ হাওড়া - হাতিয়া- হাওড়া ক্রিয়া যোগ এক্সপ্রেস পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে ২৯.০১.২০২৩ থেকে ৬ (ছয়) মাসের জন্য চান্দিলে থামবে। নিচে দেওয়া -১৮৬১৫ হাওড়া- হাতিয়া ক্রিয়া যোগ এক্সপ্রেস চান্দিল ০২.৩৩ টায় পৌঁছাবে এবং ০২.৩৫ টায় ছাড়বে। বিপরীত দিকে, ১৮৬১৬ হাতিয়া - হাওড়া ক্রিয়া যোগ এক্সপ্রেস চান্দিল ০১.১৩ টায় পৌঁছাবে এবং ০১.১৫ টায় ছাড়বে।



দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের সদর দফতর গার্ডেন রিচে ৭৪তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন শ্রীমতি অর্চনা ঘোশী, জেনারেল ম্যানেজার।

কুয়াশার কারণে উত্তর ভারতে দেরিতে চলছে ছয়টি ট্রেন

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি : কম দৃশ্যমানতা এবং কুয়াশার কারণে উত্তর ভারতে ছয়টি যাত্রীবাহী ট্রেন দেরিতে চলছে বলে শুক্রবার রেলের আধিকারিকরা জানিয়েছেন। রেলের আধিকারিকদের মতে, কচুভেলি-অমৃতসর এক্সপ্রেস, জবলপুর-হজরত নিজামউদ্দিন গরভোয়া এক্সপ্রেস, ডাঃ আমদেন্দকর নগর-শ্রী মাতা বৈষ্ণো দেবী কাটাৱা মালওয়া সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস, এবং রাজগীর-নয়া দিল্লি শ্রমজীবী এক্সপ্রেস ১.৬০ ঘণ্টা দেরিতে চলছে। যদিও বারাউনি-নিউদিল্লি ক্রোন স্পেশাল, এবং রায়গড়-হজরত নিজামুদ্দিন গরভোয়া এক্সপ্রেস যথাক্রমে ৩.০০ ঘণ্টা এবং ২.০০ ঘণ্টা দেরিতে চলছে। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার রাজধানীতে বাতাসের গুণমান খারাপ হয়েছে এবং আগামী কয়েক দিনের মধ্যে এটি আরও খারাপ হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে বলে সিস্টেম অফ এয়ার কোয়ালিটি অ্যান্ড ওয়েদার ফোরকাস্টিং অ্যান্ড রিসার্চ জানিয়েছে।

রাহুলের ভারত জোড়ো যাত্রায় নিরাপত্তায় গলদ, জম্মু-কাশ্মীর প্রশাসনের বিরুদ্ধে তোপ কংগ্রেসের

অনন্তনাগ, ২৭ জানুয়ারি : ভারত জোড়ো যাত্রা চলাকালীন, রাহুল গান্ধীর আশেপাশে থেকে নিরাপত্তা কর্মী প্রত্যাহার করার অভিযোগ করেছে কংগ্রেস। এ জন্য জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসনের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছে কংগ্রেস নেতৃত্ব। কংগ্রেসের দাবি, ভারত জোড়ো যাত্রা যখন জম্মু ও কাশ্মীরের কাজিগুন্ডের কাছে পৌঁছায়, তখন কোনও নিরাপত্তা কর্মী ছিলেন না। নিরাপত্তা লঙ্ঘনের জন্য দারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে কংগ্রেস। জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখে কংগ্রেসের ভারপ্রাপ্ত নেতা রজনী পাটিল টুইট করে লিখেছেন, জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসন রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত জোড়ো যাত্রায় নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। কংগ্রেস নেতা কে সি বেংগোপাল বলেছেন, সংশ্লিষ্ট এজেন্সিগুলির দেওয়া নিরাপত্তায় ত্রুটি ছিল। ১৫ মিনিট ধরে ভারত জোড়ো যাত্রার সঙ্গে কোনও নিরাপত্তা ছিল না। রাহুল গান্ধী এবং অন্যান্যরা নিরাপত্তা ছাড়া হাটতে পারেন না। এদিন জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগে সাংবাদিক সম্মেলন করে রাহুল গান্ধী বলেছেন, পুলিশের ভিড সামলানো দরকার, যাতে আমরা যাত্রা করতে পারি। পুলিশি বন্দোবস্ত পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে এবং ভিড সামলানোর জন্য মোতায়েন পুলিশকে কোথাও দেখা যায়নি। তাই আমাকে আমার যাত্রা বাতিল করতে হয়েছিল।

মধ্যপ্রদেশে বৃষ্টির কারণে ঠান্ডা বেড়েছে, উজ্জয়িনী ও শাজাপুর জেলার স্কুলে ছুটি ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ২৭ জানুয়ারি : ভোপাল ও ইন্দোর সহ রাজ্যের ৩৩ টি জেলায় বৃষ্টির কারণে শীতের প্রকোপ আরও বেড়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে উজ্জয়িনী ও শাজাপুর জেলা প্রশাসন শুক্রবার স্কুলে ছুটি ঘোষণা করেছে। এই জেলাগুলি বাদে, রাজ্যের অন্যান্য ৪৯ টি জেলার স্কুলগুলি যথারীতি সময়মতো চলছে। উল্লেখ্য, বৃষ্টির কারণে দিনের তাপমাত্রা কমেছে। এতে ঠান্ডার প্রভাব বেড়েছে। বৃহস্পতিবার ইন্দোরের সবচেয়ে বেশি ঠান্ডা ছিল। বৃহস্পতিবার এখানে দিনের তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১৭.৮ ডিগ্রি। ভোপালে তাপমাত্রা ছিল ১৯.৪ ডিগ্রি। উজ্জৈন, ধর, গুনা, রাজগড়, নগওয়্য তাপমাত্রা খুবই কম ছিল। এখানে তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রির নিচে রেকর্ড করা হয়েছে। ভারী বৃষ্টি ও খারাপ আবহাওয়ার কারণে আজ উজ্জয়িনীতে নার্সারি থেকে অষ্টম পর্যন্ত স্কুলে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। শাজাপুরেও পঞ্চম দিন বৃষ্টি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। কালেক্টর দীনেশ জৈনও এই নির্দেশ জারি করেছেন। যা জেলার সকল সরকারি-বেসরকারি বিদ্যালয়ে প্রযোজ্য হবে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, শুক্রবার ইন্দোর-ইন্দোর, গোয়ালিয়র, জবলপুর সহ রাজ্যের ৩৩ টি জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই কারণে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বর্ষাকাল চলবে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, শুক্রবার গোয়ালিয়র, চম্বল, ভোপাল এবং রেওয়া বিভাগে কুয়াশা থাকবে। যেখানে, ভোপাল, রাইসেন, সাতনা, সিধি, সিংৱাউলি, ছাত্তারপুর, দামোহ, পান্না, সাগর এবং চিকমগড়ের কিছু জায়গায় ভারী বৃষ্টি হবে। এগুলি ছাড়াও ইন্দোর, উজ্জয়িনী, দেওয়াং, রতলাম, ধাম, শাজাপুর, নরসিংহপুর এবং জবলপুরে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

